CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-280 ■ 20 July, 2025 ■ আগরতলা ২০ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনুপ্রবেশ রোধে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। অনুপ্রবেশ রোধে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। আজ রাজবাড়িতে ঐতিহ্যবাহী কের পূজায় অংশগ্রহণ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১৪ সালের ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত যে বা যারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে পরিযায়ী হিসেবে এসেছেন তাঁদেরকে মান্যতা দেওয়া হবে। তারপর আসা পরিযায়ীদের মান্যতা দেওয়া হবে না। কারণ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের উপর নির্য্যাতন করা হচ্ছে। একথা, ত্রিপুরায় কোনোভাবেই অনুপ্রবেশ কোনোভাবে কাম্য নয়। এমনকি, রাজ্যের সমস্ত জেলা শাসক, পুলিশ আধিকারিকদের নজরদারিও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রতিনিয়ত নিরাপত্তা বাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার কারণে অনুপ্রবেশের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কয়েক মাসে রাজ্যে অনুপ্রবেশ খুব বেশি বাড়েনি বরং কিছুটা কমেছে। এদিন ঐতিহ্যবাহী কের পূজা নিয়ে বলেন, রাজ্যের জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ মিলে একসাথে থাকা এবং রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করার লক্ষ্যে কের পুজো করা হয়। সকলের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি সৌভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রাখা এই পুজোর অন্যতম লক্ষ্য। আজ আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্যালেস চত্বরে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আয়োজিত রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী কের পুজোর আশীর্বাদ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ ঐতিহ্যবাহী কের পুজো উপলক্ষ্যে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমরা সবাই জানি চৌদ্দ দেবতা বাড়িতে অনুষ্ঠিত খার্চি পুজোর ১৪ দিন বাদে এই কের পুজোর আয়োজন এখানে হয়ে থাকে। মহারাজ ত্রিলোচনের সময়কাল থেকে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিয়ে ট্রাম্পের ভূমিকায় সংসদে মোদীর বিবৃতি দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৯শে জুলাই।। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিরসনে তাঁর ভূমিকার দাবি আবারও পুনরাবৃত্তি করায়, কংগ্রেস শনিবার বলেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এখন নিজেই এই বিষয়ে সংসদে একটি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বিবৃতি দেওয়া উচিত। গত ৭০ দিন ধরে মার্কিন নেতার এই দাবিগুলো নিয়ে মোদীর নীরবতা ভেঙে কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করছে বিরোধী দল।

কংগ্রেসের যোগাযোগ বিভাগের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর মাত্র দুদিন আগে 'ট্রাম্পের ক্ষেপণাস্ত্র' ২৪তম বারের মতো একই দুটি বার্তা নিয়ে আঘাত হেনেছে। ট্রাম্প আবারও বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করেছে, যে দুটি দেশের পারমাণবিক অস্ত্র

রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর এই মন্তব্যও পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, যদি যুদ্ধ চলতে থাকে তবে কোনো বাণিজ্য চুক্তি হবে না। রমেশ আরও জানান যে, ট্রাম্প বলেছেন, যদি ভারত ও পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হতে হবে।

'এবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাঞ্চল্যকর নতুন প্রকাশ হলো যে, পাঁচটি জেট হয়তো ভূপাতিত হয়েছিল,' মন্তব্য করেন রমেশ। কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, যার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে "হাউডি মোদী" এবং ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে "নমস্তে ট্রাম্প" থেকে শুরু করে বহু বছরের বন্ধুত্ব এবং "হাগ্লোম্যাসি" রয়েছে, তাকে এখন নিজেই সংসদে একটি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বিবৃতি দিতে হবে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত ৭০ দিন ধরে কী দাবি করে চলেছেন।' শুক্রবার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রণয়ের জেরে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। প্রণয়ের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে এক যুবক।

ওই ঘটনায় চড়িলাম চ্যাটার্জি কলোনিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

জানা গেছে, বন্ধুর মায়ের সাথে অবৈধ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সেনদ্রা স্টেশনে গরিব রথ এক্সপ্রেসে আগুন, আতঙ্ক, রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

জয়পুর, ১৯ জুলাই ।। অল্পেতে বড় দুর্ঘটনা থেকে বেঁচেছে গরিব রথ এক্সপ্রেস। শনিবার ভোর প্রায় ৩টা নাগাদ রাজস্থানের বেওয়ার জেলার সেনদ্রা রেলওয়ে স্টেশনে গরিব রথ এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে ট্রেনচালকের তৎপরতা ও সময়োচিত সিদ্ধান্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ট্রেনের সমস্ত যাত্রী নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

যাত্রীদের বক্তব্য, ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেই তারা চালককে বিষয়টি জানান। চালক সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থামিয়ে দেন এবং দ্রুত উদ্ধার কারাক্রম শুরু করেন। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই সকলকে নিরাপদে নামিয়ে নেওয়া হয়। রেলওয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই কাছাকাছি থাকা ট্রেনগুলিকে বিভিন্ন স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয় যাতে আর কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। বেওয়ার থেকে দমকল বাহিনীর দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রেল বিভাগের প্রকৌশল ও নিরাপত্তা টিমও সেনদ্রা স্টেশনে ছুটে আসে। ইঞ্জিনে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হলেও বড় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ইঞ্জিনে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা শর্ট সার্কিটের কারণেই এই আগুন লেগেছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ের কর্মকর্তারা। ভারতীয় রেলের এক মুখপাত্র জানান, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

তিন বাংলাদেশি চোরাকারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ঊনকোটি জেলায় ইরানি থানা এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে তিন বাংলাদেশি চোরাকারবারিকে আটক করেছে বিএসএফ। আটক তিনজনই বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার বাসিন্দা।

সূত্রের খবর, ওই তিন বাংলাদেশি সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় প্রবেশ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়ি - আগরতলা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে

কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রীকে চিঠি সাংসদ বিপ্লব দেবের, ব্যবস্থার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। চুরাইবাড়ী থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

ওই চিঠির জবাবে কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব গত ৩০ জুন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করির নিকট চিঠি দিয়ে চুরাইবাড়ী থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত সড়ক সংস্কারের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন।

আজ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওই চিঠির জবাবে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

তাছাড়া, এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি, ১ জুলাই ৮ নং জাতীয় সড়ক উভয় পাশে শান্তিরবাজার বাজার এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণের ও অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ওই বিষয়েও তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার হবে বলে জানানো হয়েছে।

লেইক চৌমুহনী বাজারে উচ্ছেদ অভিযান নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। বেআইনিভাবে রাস্তা গড়ে তোলা অস্থায়ী দোকানপাট ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। লেইক বাজারে জবরদখলে থাকা দোকানগুলি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, প্রসাশনের পক্ষ থেকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে।তাঁদের সাথে সম্পূর্ণ অমানবিক আচরণ করা হয়েছে।

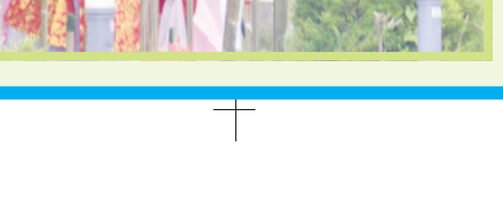

প্রসঙ্গত, গত দুইদিন আগে শহরের লেকই চৌমুহনী বাজার পরিদর্শন করেছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। ওই সময় আগরতলা রেল নিগমের পক্ষ থেকে রাস্তায় অবৈধভাবে গড়ে তোলা দোকানপাটের মালিকদের দখলমুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাতে কর্ণপাত করেননি।তাই আগরতলা পুর নিগম ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

তেলেঙ্গানা হাই কোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন অপরেশ কুমার সিংহ

হায়দরাবাদ, ১৯ জুলাই ।। তেলেঙ্গানা হাই কোর্টের নতুন মুখ্য বিচারপতি হিসেবে শনিবার রাজভবনে শপথ গ্রহণ করলেন বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংহ। তাঁকে শপথ পাঠ করান রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মণ। এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডি, রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্যরা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংহ এর আগে ত্রিপুরা হাই কোর্টের মুখ্য বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচারব্যবস্থায় অবদানের জন্য তাঁকে তেলেঙ্গানার মুখ্য বিচারপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডি তাঁকে শুভেচ্ছা জানান এবং রাজ্যের বিচারব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার প্রতি আশা প্রকাশ করেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে রাজভবনে ছিল আনুষ্ঠানিক পরিবেশ ও কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত।

স্মার্ট মিটার এবং বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে সরব সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। স্মার্ট মিটার এবং বিদুৎ মাশুল এবং জলের বর্ধিত কর প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হয়েছে সিপিআইএম। এদিন মেলার মাঠ পার্টি অফিস থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে গিয়ে এক সভায় মিলিত হয়। এদিনের মিছিলে নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে, সদর জেলা সম্পাদক অমল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

এদিন অমল চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি জোট সরকার ইতিমধ্যে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিজেপি সরকার স্মার্ট মিটারের নামে গরিব অংশের মানুষকে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কের পূজা ঃ শুভেচ্ছা অমিত, নাড্ডা, মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ত্রিপুরায় আজ ঐতিহ্যবাহী "কের পূজা" অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে প্রথা মেনে জনজাতি-দের এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কের পূজা উপলক্ষ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী এক টুইট বার্তায় সকল ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সকলের সুখ, সম্প্রীতি বিরাজ ও সুস্বাস্থ্যের কামনা করেছেন। এদিকে, পাশাপাশি "কের পূজা" উপলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এক টুইট বার্তায় সকল ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সকলের সুখ, সম্প্রীতি বিরাজ ও সুস্বাস্থ্যের কামনা করেছেন। আজ "কের পূজায়" অংশ গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা। সঙ্গে ছিলেন অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ও রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার সহ অন্যান্যরা।

ত্রিপুরার রাজবংশের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হলো "কের পূজা"। শ্রাবন মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে সাত দিনের খার্চি পূজা ১৪ দেবতার মন্দিরে শেষ হওয়ার পরের সাত দিনের মাথায় শুরু হয় কের পূজা। হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর পূজায় যে সব আচার-উপাচার দেখা যায়, তা কের পূজায় দেখা যায় না। প্রথমত, উপাস্য দেব-দেবীর কোনরকম মূর্তি নেই এই পূজায়। এর আচার-অনুষ্ঠান সত্যই অনুপম। আদিভৌতিক শক্তির ভয় থেকে রক্ষা পেতে এই পূজা করা হয় এবং আচার-অনুষ্ঠানের পুরোহিত এবং যার নির্দেশে এই পূজা সম্পাদিত হয় তার নাম চন্তাই। কের পূজায় কঠোরভাবে নিয়ম কানুন মানা হয়। ওই নিয়ম চন্তাই যেমন নিখুঁত ভাবে মানেন, তেমনি এই নিয়ম পালনে জন ঘোষণাও দেওয়া হয়। এটাও তাঁদের পরম্পরাগত রীতি। বলা হয়ে থাকে, যে এই নিয়ম ভঙ্গ করবেন তাঁকে দৈব শক্তির কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে।

"কের ও খার্চি", উভয় পূজাই রাজ-পরিবরের ও ত্রিপুরার জনজাতিদের পূজা। কিন্তু, ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে এবং গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হতেই উভয় পূজার পৃষ্ঠপোষক ত্রিপুরা সরকার স্বয়ং। দুটো পূজার ক্ষেত্রেই সরকারী পুলিশ পূজার পবিত্রতা রক্ষায় নিয়োজিত থাকে।

তবে, "কের পূজাকে" ঘিরে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞামূলক সংস্কারও রয়েছে। এই পূজার দিনগুলিতে সমাজের প্রধান হয়ে উঠেন চন্তাই। কের পূজার সংস্কার কোনো কারণে কেউ ভঙ্গ করলে চন্তাই মহারাজ তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন। আজকাল কের পূজার সস্কার ও বিধিনিষেধ বলবৎ থাকে পুজাস্থল সহ তার বাইরে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২০ জুলাই, ২০২৫ ইং
৩ শ্রাবণ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বেকারত্ব নিয়া উদ্বেগ বাড়িতেছে

ভারতে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি একটি উদ্বেগের বিষয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মে ২০২৫-এ দেশের বেকারত্বের হার ৫.৬ু এ পৌঁছিয়াছিল, যাহা এপ্রিল ২০২৫-এর ৫.১ু থেকে বেশি। জুন ২০২৫-এ এই হার ৫.৬ু এ স্থির থাকিলেও, শহরাঞ্চলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, যেখানে গ্রামীণ এলাকায় কিছুটা কমিয়াছে।যুবকদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব: ১৫-২৯ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। জুন ২০২৫-এ এই হার ১৫.৩ু ছিল, যাহা মে মাসের ১৫ু থেকে সামান্য বেশি। শহরাঞ্চলে এই বয়সের যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব আরও বেশি, জুন ২০২৫-এ ১৮.৮ু।

উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হারও একটি উদ্বেগের কারণ। অনেক স্নাতক ডিগ্রিধারী যুবক কাজ পাইতেছে না, যাহা মানবসম্পদের অপচয় ঘটাইতেছে।শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার গ্রামীণ এলাকার চেয়ে বেশি। জুন ২০২৫-এ শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার ছিল ৭.১ু, যেখানে গ্রামীণ এলাকায় ছিল ৪.৯ু।মহিলাদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলে ১৫-২৯ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত মানুষের অনুপাত, মে ২০২৫-এ ৫৪.৮ু থেকে জুন ২০২৫-এ ৫৪.২ু এ নামিয়া আসিয়াছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আরও বেশি মানুষ কাজ খুঁজিতেছেন না বা কাজ করিতে ইচ্ছুক নন।

বেকারত্ব বৃদ্ধির ফলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, দারিদ্র্য বাড়ে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এটি সামাজিক অস্থিরতা এবং অপরাধ বৃদ্ধির কারণ

হইতে পারে।ভারত সরকার বেকারত্ব মোকাবিলার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে, যাহার মধ্যে রহিয়াছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন।গ্রামীণ পরিবারগুলিকে ১০০ দিনের মজুরি কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেয়।যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করে, যাহাতে তারা কর্মসংস্থানের জন্য আরও উপযুক্ত হয়ে ওঠে।বেকারত্ব একটি জটিল সমস্যা এবং এর সমাধানে সরকার, বেসরকারি খাত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

৩ মাসে লাফাইয়ায়ে বাড়িয়াছে বেকারত্ব, উদ্বেগজনক তথ্য কেন্দ্রের পরিসংখ্যানেই। দেশজুড়িয়া হাজার হাজার কর্মসংস্থান হইতেছে। সম্প্রতি কর্মসংস্থান ভিত্তিক উৎসাহ ভাতা প্রদান (ইএলআই স্কিম) কর্মসূচির অনুমোদন দিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সদ্য রোজগার মেলার আয়োজন করিয়াছে মোদি সরকার। ঘোষণা করা হইয়াছে, দেশজুড়িয়া হাজার হাজার কর্মসংস্থান হইতেছে। সম্প্রতি কর্মসংস্থান ভিত্তিক উৎসাহ ভাতা প্রদান (ইএলআই স্কিম) কর্মসূচির অনুমোদন দিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দু'বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবে কি কর্মসংস্থান নিয়া এহেন ঢক্কানিনাদের প্রায় পুরোটাই রহিয়া যাইতেছে কাগজে-কলমে? আপাতত এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া তীব্র জল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাইতেছে এপ্রিল, মে এবং জুনএই তিন মাসে দেশের গ্রামাঞ্চল এবং শহুরে এলাকায় লাফাইয়া লাফাইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে বেকারত্বের হার। প্রধানত ১৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যেই এই বেকারত্বের হার সবথেকে বেশি।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের বিগত জুন মাসের পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের (পিএলএফএস) রিপোর্ট থেকে জানা গিয়াছে 'রুরাল' এবং 'আর্বান' মিলিয়ে গত এপ্রিল মাসে সারা দেশে ১৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে এই বেকারত্বের হার ছিল ১৩.৮ শতাংশ। মে মাসে তা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ১৫ শতাংশ। জুন মাসে তা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ শতাংশে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই বেকারত্বের হার বিগত তিন মাসে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে যথাক্রমে ১৪.৪ শতাংশ, ১৬.৩ শতাংশ এবং ১৭.৪ শতাংশ। পুরুষদের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ১৩.৬ শতাংশ, ১৪.৫ শতাংশ এবং ১৪.৭ শতাংশ। ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সিদের বেকারত্বের হার নিয়ে প্রকাশিত খতিয়ান উদ্বেগ বাড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে এই হার ছিল ৫.১ শতাংশ। গত মে এবং জুন মাসে এই হার ছিল ৫.৬ শতাংশ। যা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, সার্বিকভাবে দেশে বেকারত্বের পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি।

আইএনএস সন্ধ্যায়েকের মালয়েশিয়া সফর: আঞ্চলিক জলরাশি জরিপ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতের প্রতিশ্রুতি

মালয়েশিয়া, ১৯ জুলাই : ভারতীয় নৌবাহিনীর দেশীয় প্রযুক্তিতে নকশা করা ও নির্মিত বৃহৎ জরিপ জাহাজ আইএনএস সন্ধ্যায়েক ১৬ থেকে ১৯ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত হাইড্রোগ্রাফিক সহযোগিতার জন্য মালয়েশিয়ার পোর্ট ক্লাং-এ তার প্রথম বন্দর সফর সম্পন্ন করেছে। এই সফরটি ইন্ডিয়ান নেভাল হাইড্রোগ্রাফিক ডিপার্টমেন্ট এবং ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক অফিস ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে আঞ্চলিক হাইড্রোগ্রাফিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে তুলে ধরে।

আইএনএস সন্ধ্যায়েক, যা দেশীয় প্রযুক্তিতে নকশা ও নির্মিত সন্ধ্যায়েক-শ্রেণীর হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজের মধ্যে প্রথম, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়। জাহাজটিতে পূর্ণাঙ্গ উপকূলীয় এবং গভীর জলের জরিপ ক্ষমতা, সমুদ্রতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ এবং অনবোর্ড হেলিকপ্টার ও হাসপাতালের সুবিধা সহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার /মানবিক অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা রয়েছে।

পোর্ট ক্লাং-এ জাহাজটির এই প্রথম সফরের উদ্দেশ্য হলো প্রযুক্তিগত বিনিময় সহজতর করা এবং জরিপ প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়া ও নিরবচ্ছিন্ন হাইড্রোগ্রাফিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক জোরদার করা।

এই সফরের মূল কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে গভীর জ্ঞান বিনিময় সভা, আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা এবং আন্তর্জাতিক সদিচ্ছা বৃদ্ধি ও মহাসাগর ভিশন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এই সফর আঞ্চলিক সামুদ্রিক সহযোগিতার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে।

নানাজনের নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ: একটি রম্যরচনা

শোভনলাল চক্রবর্তী

পাড়ায় বা কফি হাউসে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মোলাকাত আমার সেই কলেজবেলা থেকেই। এঁরা প্রত্যেকে জীবনের নানা সময়ে নানা প্রক্রিয়ায়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, সুকুমার রায়ের ভাষায় "স্টুপেন্ডাস অ্যামাউন্ট অব অ্যাস্টাউন্ডিং ইনফরমেশানস" জোগাড় করে লোকজনের মধ্যে বিলিয়েছেন। মনে রাখতে হবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অতএব তাঁরা তথ্য গোপন রাখলেও পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা - করেননি, নিজেদের সঞ্চিত ভাণ্ডার - অকাতরে বিলিয়েছেন। বিমলবাবু এঁদের মধ্যে প্রথম সারির - লোক উনি না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না যে প্রশান্ত নামে কে একজন রবি ঠাকুরের হিসেবের খাতা দেখে দিত। 'আরে প্রশান্ত না থাকলে উত্তরায়ণের জমির পিছন দিকের আমবাগান কেনার কথা রবিদা ভাবতেই পারতেন না। একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে প্রশান্ত ওই জমি কিনে দিয়েছিল।' আমরা হাঁ করে শুনতাম।

বহু বছর বাদে সাহসে ভর করে এক দিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "আচ্ছা, ওই প্রশান্ত লোকটা কে?" উনি তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে বলেছিলেন, 'আরে তোমরা যাকে প্রশান্তচন্দ্র - মহলানবীশ বলো, আমি রবিদা, নন্দদা, রাম, আর দু'চার জন ওকে প্রশান্ত বলেই ডাকতাম। পাটনার কাছে বাড়ি। বড়লোকের ছেলে। তা ওর বাপ এক দিন এ রবিদার পায়ে কেঁদে পড়ল গুরুদেব, - আমার ছেলেটার কী হবে? আমি রবিদার - কানে ফিসফিস করে বললেম, নিয়ে নিন, হিসেব রাখার জন্যও তো একটা লোকের - দরকার। রবিদা কলমের এক খোঁচায়। চাকরিতে বহাল করে নিলে। তার পর কী হল, সে তো তোমরা সবাই জানো। আমরা হতবাক। বিমলবাবু জীবনে না হোক গোটা দশেক রবীন্দ্র-বিষয়ক বই লিখেছেন এবং সম্পূর্ণ বিনি পয়সায় জোর করে সেগুলো পরিচিতদের মধ্যে বিলিয়েছেন। সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, কয়েক জন সেগুলো মন দিয়ে পড়েওছে এবং ভাগ্নে-ভাইঝিদেরও - পড়িয়ে ইসকুল কলেজের পরীক্ষায় সেইসব থেকে রেফারেন্স টেনে উত্তর লিখিয়েছেন। এ নিয়ে অবিশ্যি কোনও প্রকার তর্ক উঠলে বাজারে চলতি - রবীন্দ্রজীবনী এবং সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটা বই ঘাঁটলেই সব সন্দেহের নিরসন সম্ভব।

কমলদা যেমন নিয়ম করে দিয়েছিলেন, ওঁর বাড়িতে কেবল বাচ্চাদেরকেই নয়, অতিথি অভ্যাগতরা এলেও ঠাকুর - চাকরেরা পরিবেশন করার সময় পাতের - ওপর লুচি দুলিয়ে জিজ্ঞেস করবে 'আর একটা দেব কি? প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার পর আমাদের মতো নির্লজ্জ

বেহায়া কেউ যদি এ হেন অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কমলদার চটজলদি উত্তর, এটাই ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন। এর মধ্যে যে বাঙালিত্ব লুকিয়ে আছে, যে সংযম-শিক্ষা, যে মানসিক স্থৈর্যের পরীক্ষা, যে আর্য্য সভ্যতার...... ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পর তো আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। দুঃখের কথা, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আম বাঙালির উচ্ছ্বাস থেকে বরাবরই আমাকে একটু দূরে দূরে থাকতে হয়েছে। সব সময় যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে পাশ কাটিয়ে গেছি তা নয়, বেশির ভাগ সময়ে উনিই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বললেই বরং নিজের কাছে খানিকটা সৎ থাকা যাবে। একদম ছেলেবেলায় যে ক'টি কবিতা মুখস্থ করলে বাপ-মায়ের কর্তব্যপরায়ণতা এবং সেই সময়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক- মনস্ক পশ্চিমবঙ্গীয়-বামপন্থী অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হত না, এবং ভবিষ্যতে সদর দরজা ঠেলে বাড়িতে ধোপা-নাপিতের আনাগোনার ব্যবস্থাটিও মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রাখা যেত, সেই ক'টা কবিতা আমি যতটা সম্ভব মন দিয়ে একপ্রকার মুখস্থ করেছিলাম। "একপ্রকার" বলার কারণ এই যে, অসমবয়স্ক কিছু ব্যক্তির লাগাতার কালচারালি রাবীন্দ্রিক চাপ এবং একটি নেহাতই নবীন কিশোরকে একলা পেয়ে উদ্বুদ্ধ করার নাছোড় গোঁ সত্ত্বেও আমি কোনও দিন স্টেজে ওঠার আগে দাঁতে দাঁতে করতাল বাজিয়ে সর্বাঙ্গে ঠকাঠক কাঁপুনি ধরাকে আটকাতে পারিনি। উত্তেজিত আত্মীয়েরা প্রথমাবস্থায় শারীরিক বেরামটিকে "আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু" গোছের পোয়েটিক ইন্সপিরেশন, বা সোজা বাংলায় কাব্যিক প্রতিভাসম্পন্ন অপাপবিদ্ধ বালকের ভর হওয়া বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের পর বাইশে শ্রাবণেও ফের এক বার যখন "হে মোর চিত্ত..." বলেই আটকে গিয়ে সর্বসমক্ষে কোঁকাতে শুরু করলাম, তখন তারা কেস গোলমেলে বুঝে শেষমেশ সরেই দাঁড়ালেন। সবচাইতে দুঃখ পেয়েছিলেন আবৃত্তি শেখাতে আসা ভদ্রলোক। এবার জয়দেবের কথা বলি। জয়দেব এক বার রবীন্দ্র সন্ধ্যায় সাঙ্ঘাতিক একটা কারবার করেছিল। "দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে" দিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে মাঝে, মানে, "প্রাসঙ্গিক ফাঁকে" ও "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" ইত্যাদি ঢুকিয়ে এলাকায় হইচই ফেলে দেয়। যা-ই হোক, সেই সময়ে আমাদের পাড়ার লোকাল কমিটির সেক্রেটারির আদি বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ। ওঁর আত্মীয় এক বাংলাদেশি কবি সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় উপস্থিত থাকায় তাঁকেই সভাপতি করা হয়। জয়দেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কোনও তুলনা হয় না। দেবতার গ্রাসে 'কাণ্ডারী বলো'কে ঢুকিয়ে নিমেষে 'ভাইজান বলো ডুবিছে মানুষ' বলায় সবার সে কি হাততালি। জয়দেবের ভাইপোকে চুলদাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে আনা হয়েছিল ডুবে যাওয়ার আগে "মাসি মাসি" বলে চিৎকার করার জন্য। স্টেজের ওপর সাড়ে তিন ফুট রবীন্দ্রনাথ কচি গলায় "মাসি" আর্তনাদে পাড়া প্রকম্পিত করে তুলছে এমন শিহরন জাগানো দৃশ্য যারা দেখেননি, তাঁদের উদ্দেশে "আপনারা রবীন্দ্রনাথকে চিনলেন না" ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই। গোটা পৃথিবী জুড়ে যেখানেই চারটে বাঙালি জুটেছে, সেখানেই ট্রাঙ্ক হটিয়ে, মায়ের শাড়ি, বাবার ধুতি, বউয়ের ওড়না টাঙিয়ে মঞ্চ বেঁধে, বউকে আর মেয়েকে "গীতবিতান"-এর সামনে বসিয়ে, গান তুলিয়ে, ছেলেকে দিয়ে "বীরপুরুষ" মুখস্থ করিয়ে রবীন্দ্র-সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। বৈশাখের প্রখর রোদ অগ্রাহ্য করে মহিলাদের দেখেছি, ঠোঁটে লিপস্টিক, কচি কলাপাতা রঙের জরি বসানো শাড়িতে শোভিত হয়ে কুচো বাচ্চার গালে ফলস দাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে ইসকুলে নিয়ে চলেছেন। বাচ্চাটির ফুটপাথে ঠোক্কর খেতে খেতে "এই গেল সেই গেল" অবস্থা, মা-টি বাচ্চার ডানা হেঁচকে তার মধ্যেই টানতে টানতে "কানে তাঁদের গোঁজা জবা ফুল"এর পর কী হল বলে, 'ড্যাডি কাল তোমায় যেমন ভাবে বলতে বলেছে, সে ভাবে বলো' বলতে বলতে মেক-আপ গলে যাওয়া মিসেস দাশগুপ্তর ছেলেকে টপকে কী ভাবে তার কচিটি বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হয়ে বাকিদের ভাত মেরে দেবে, সেই চিন্তায় আকুল হয়ে ছুটে চলেছেন। মা-টির কানে জবা ফুল গুঁজে তেপান্তরে ছেড়ে দিলে বাংলার উন্নতি ত্বরান্বিত হত সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের অনেকটাই ওনার লেখা না পড়ে বছরে এক বার পুজো- প্যান্ডেলে কেবলমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর কিশোরকুমারের গলায় তাঁর গান শোনা, এবং একটা বয়সের পরে অফিসের ব্যাগ বগলদাবা করে শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে উনি "মহেশ" নামক ছোট গল্পটি লিখেছিলেন না "ছুটি", এই তর্কের একজিস্টেনশিয়াল মীমাংসায় সীমাবদ্ধ। আমাদের পাড়ার ইসকুলের হেডমাস্টারমশাই বিনয়বাবু নিজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা চটি বই ছাপিয়ে বের করেছিলেন। আবার বলি, সামান্য মাইনের চাকরিতে সংসার চালিয়ে, বড় ছেলের নাম রথীন্দ্রনাথ, ছোট ছেলের নাম সমীকেন্দ্রনাথ রেখে বাড়িতে কাকিমাকে সারা জীবন ঘটিহাতা ব্লাউজ পরিয়ে অকল্পনীয় কৃচ্ছসাধনের পরেও এমন উৎসাহ দেখে "কেয়াবাত" না বলে উপায় নেই। তবুও উনি আবেগমথিত কণ্ঠে যখনই তোমরা ভেবে দেখো, উনি কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন, যে সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না, বাস-ট্রাম ছিল না, সে যুগেও উনি কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বলে হাল্কা ঠোঁট কাঁপিয়ে মাটির দিকে চেয়ে চশমার কাচ মুছতেন, আমাদের কেমন একটা খটকা লাগত।

আমাদের ক্লাসের সুমন্ত্র বরাবরের চুপচাপ ভাল মানুষ কারও সাতে-পাঁচে না থাকা বেচারা মার্কা ছেলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররা তো জমিদারির পয়সায় বড়লোক ছিলেনই, কিন্তু ওঁদের এত কাঁচা পয়সার আসল সোর্স যে মিষ্টি বিক্রি করে, সেটা কি জানতেন। রবীন্দ্রনাথের বাবার নাম ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর, ওই নামেই দ্বারিকের মিষ্টির দোকান বড় রাস্তার ওপর এবং সারা দিন বিক্রি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে ইত্যাদি ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সামাজিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য আমরা সুমন্ত্রর লেখা থেকেই প্রথম জানতে পারি। আপনারা ভাবছেন ফের সস্তা রসিকতায় বাজার মাত করার চেষ্টা করছি তা করছি সন্দেহ নেই, তবে এতেও সন্দেহ নেই যে, গত বেশ কিছু দশক আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এই যে এত পপুলার কবি হয়ে উঠেছেন, তার ভিত্তি এই ধরনের কয়েকটি পাথ-ব্রেকিং ইনফরমেশন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একা হাতে আমাদের জীবন, সাহিত্য, ছবি দেখার চোখ, রাজনীতি, স্বদেশ ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফান্ডামেন্টাল প্রেমাইসগুলোকে যেমন উল্টে পাল্টে দিয়েছিলেন, তেমনই আবার আমরা "সে যুগেও নোবেল" পাওয়ার মতো অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা বা দ্বারিকের সন্দেশ ব্যবসার সঙ্গে ওঁদের পৈতৃক যোগাযোগ স্থাপিত করে ওঁকে সমকালের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাঁচে ফেলে গড়েপিটে নিয়েছি। এই ভাবেই নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভারতকে যেভাবে ছাড়িয়ে যেতে পারে পাকিস্তান...

মোহাম্মাদ আমির রানা

চলতি বছরের মে মাসে ভারতের সঙ্গে যে সামরিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, সেটি হঠাৎই পাকিস্তানের বৈশ্বিক অবস্থানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এ ঘটনা পাকিস্তানের জন্য একধরনের বিরল কূটনৈতিক ও কৌশলগত সুবিধা নিয়ে এসেছে। এখন দেশটি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতিতে নিজের অবস্থান নতুন করে নির্ধারণ করতে শুরু করেছে।

এই সংঘাত বিপজ্জনক হলেও পাকিস্তানের জন্য এটি এক অপ্রত্যাশিত কূটনৈতিক সুযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে দিল্লির দীর্ঘদিনের যে প্রচারণা পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিকভাবে আলাদা করে রাখার কাজে ব্যবহার করা হতো, এখন সেটি আর আগের মতো বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে পেহেলগামে পাকিস্তানের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছিল বলে ভারতের তোলা অভিযোগের স্পষ্ট প্রমাণ না মেলায় সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে ভারতের প্রচারণা এখন আর গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক জবাব ছিল নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু দৃঢ়। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া অনেক পর্যবেক্ষককে চমকে দিয়েছে। এটি এক নতুন কৌশলগত আত্মবিশ্বাসেরও বার্তা দিয়েছে। এই সময়েই ওয়াশিংটনের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতার সম্পর্ক আবারও গোপনে সক্রিয় হয়েছে। এটি পাকিস্তানের কূটনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে কিছু বিষয় বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এখন চিন পাকিস্তানের প্রধান কৌশলগত অংশীদার হয়ে উঠেছে। আর চিনের পরই রয়েছে তুরস্ক। একই সঙ্গে পাকিস্তানের ভূগর্ভস্থ বিশাল খনিজ সম্পদের দিকে আন্তর্জাতিক আগ্রহ নতুন করে বাড়ছে।

আফগানিস্তানের বর্তমান পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে অর্জিত সাফল্য দেশটিকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের সময় পাকিস্তানের কূটনৈতিক অবস্থানও দেশটির কৌশলগত গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো ঘটছে এমন একসময়, যখন মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও ককেশাস অঞ্চলে পুরো ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ত্বরিত রূপান্তর ঘটছে।

ভারতের প্রতি তার প্রতিবেশীদের অসন্তুষ্টি বাড়ছে। অন্যদিকে রাশিয়ার আঞ্চলিক ভূমিকাকে এ অঞ্চলের দেশগুলো আগের চেয়ে বেশি স্বার্থকেন্দ্রিক মনে করছে। ফলে পাকিস্তানের সামনে এখন নতুন জোট গড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে পাকিস্তান যদি তার নিজের কৌশলগত অবস্থান ধরে রাখতে পারে, তাহলেই সেটি সম্ভব।

বাইরের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হলে পাকিস্তানের ভেতরের পরিস্থিতি মজবুত করা জরুরি। পাকিস্তান যদি তার নতুন পাওয়া আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ধরে রাখতে চায়, তাহলে তাকে দেশের ভেতরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা আনতে হবে। ভেতরে শক্ত ভিত না থাকলে তার কূটনৈতিক অর্জনগুলো দীর্ঘস্থায়ী না-ও হতে পারে।

পাকিস্তান এখন এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছে যে সাম্প্রতিক কৌশলগত ও কূটনৈতিক অগ্রগতি ধরে রাখতে হলে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইকে আরও কার্যকর ও আধুনিকভাবে পরিচালনা করতে হবে।

গত সপ্তাহে সেনাবাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্ব এই বিষয় স্পষ্টভাবে সামনে এনেছে। তারা বলেছে, সব ধরনের জঙ্গিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সব পর্যায়ে 'সিদ্ধান্তমূলক ও সার্বিক পদক্ষেপ' নেওয়া দরকার।

এই আহ্বানই দেখিয়ে দেয় ভবিষ্যতে যদি পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের গুরুত্ব ধরে রাখতে চায়, তাহলে তাকে ভেতর থেকে শক্ত হতে হবে এবং জঙ্গিবাদ দমনে আরও কঠোর ও সমন্বিতভাবে এগোতে হবে।

এই মুহূর্তে পাকিস্তান বেলুচিস্তান ও আফগান সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখাওয়া অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ ও বিদ্রোহ দমনে অভিযান চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহল এ ধরনের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই দুই দেশের কৌশলের ভিন্নতা চোখে পড়ে। ভারত এখনো কূটনৈতিক চাপ তৈরি করতে তার বক্তব্যকেই মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিয়মকানুন মেনে চলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের অবস্থান শক্ত করছে।

তবে এখনো একটি বড় দুর্বলতা থেকে গেছে। সেটি হলো, যেসব জঙ্গিগোষ্ঠী একসময় ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সক্রিয় ছিল, সেই লস্কর-ই-তৈয়বা এবং জইশ- ই-মুহাম্মদ-এর কিছু সদস্য এখনো পাকিস্তানে সক্রিয় আছেন বলে অভিযোগ আছে। এই অভিযোগকে ভারত নিয়মিতভাবে কাজে লাগাচ্ছে।

গত কয়েক বছরে পাকিস্তান এসব নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে। মূলত অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়নবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা এফএটিএফ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর কূটনৈতিক চাপের কারণে পাকিস্তান এসব পদক্ষেপ নেয়। এই পদক্ষেপ নেওয়ার পরও ভারত বলে আসছে, এসব জঙ্গি সংগঠনের কিছু অংশ এখনো পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরে সক্রিয়। ভারত এই বক্তব্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে, বিশেষ করে পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের মধ্যে পাকিস্তানবিরোধী ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ভারত এখন পর্যন্ত তাদের এই কূটনৈতিক কৌশল থেকে সরে আসার কোনো ইঙ্গিত দেয়নি।

তবে এখন ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে, শুধু কথা বলে নয়, এই ধরনের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে হলে বাস্তব প্রমাণ এবং নতুন যুক্তিও লাগবে।

যদি ভারতের এই দাবি প্রমাণ ছাড়া বারবার তোলা হয় এবং সেটি আন্তর্জাতিক মহলে গুরুত্ব হারাতে শুরু করে, তাহলে ভারতকেও হয়তো তার কৌশল বদলাতে হবে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে পাকিস্তানের সঙ্গে আরও সমতার ভিত্তিতে আলোচনার একটি সুযোগ তৈরি হতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও পাকিস্তান এফএটিএফে যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, তাতে দেখা যায়, সন্ত্রাসে অর্থায়ন মোকাবিলায় দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভিন্ন। পাকিস্তানের প্রতিবেদন ছিল গঠনমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে তৈরি। অন্যদিকে, ভারতের রিপোর্ট ছিল অনেক বেশি বেছে বেছে সাজানো, যেন তা তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বক্তব্যকে সহায়তা করে। এফএটিএফের প্রতিবেদনে ভারতের দেওয়া তথ্য মূলত ইন-কাইন্ড পদ্ধতি, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার, অনলাইন পেমেন্ট এবং ভিপিএনের মাধ্যমে একক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নএই বিষয়গুলোর সঙ্গে এসেছে।

ভারত দুটি কেস স্টাডি দিয়েছে। একটি হলো ২০২২ সালের ৩ এপ্রিল গোরক্ষনাথ মন্দিরে হামলার চেষ্টা। আরেকটি হলো ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আত্মঘাতী হামলায় ৪০ জন ভারতীয় নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এফএটিএফের প্রতিবেদনে কোথাও পেহেলগাম ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি।

ভারতের কেস স্টাডিগুলোর তথ্য কোথা থেকে এসেছে, তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান তাদের রিপোর্টে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) ও ইসলামিক স্টেট খোরাসানের (আইএস-কে) কথা বলেছে। এই সংগঠনগুলো কীভাবে হুন্ডি বা অনানুষ্ঠানিক ব্যাংকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে অর্থ সংগ্রহ করে, কিংবা মুক্তিপণ আদায়ের মতো কৌশল ব্যবহার করে অর্থায়ন করে, তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাকিস্তান এসব তথ্য জাতীয় সন্ত্রাসবিরোধী কর্তৃপক্ষ (ন্যাকটা) সূত্রে দিয়েছে। ফলে এসব তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা আরও বেশি। এই দুই দেশের কৌশলের ভিন্নতা চোখে পড়ে। ভারত এখনো কূটনৈতিক চাপ তৈরি করতে তার বক্তব্যকেই মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিয়মকানুন মেনে চলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের অবস্থান শক্ত করছে। বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিবেশে এই ধরনের ধীর ও কাঠামোগত অগ্রগতি ভবিষ্যতে আরও টেকসই ফল দিতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে সভাপতি আশীষ সাহার নেতৃত্বে এক দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্ডিয়া জোট থেকে সরে দাঁড়াল এএপি

কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ১৯শে জুলাই : আম আদমি পার্টি শুক্রবার নিজেদেরকে ''ইন্ডিয়া'' জোট থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা আর এই বিরোধী জোটের অংশ নয়। একইসাথে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে দলটি।

রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের এই মন্তব্যটি শনিবার সন্ধ্যায় নির্ধারিত ''ইন্ডিয়া'' জোটের নেতাদের একটি অনলাইন বৈঠকের আগেই এলো। এই বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে।

সংসদের বাদল অধিবেশন সোমবার থেকে শুরু হওয়ার ঠিক আগেই এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (জ্জঞ্জঙ্গজ্জঙ)-এর শরিকরা শেষবার যৌথভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার পর দীর্ঘ বিরতির পর এই বৈঠক হচ্ছে।

সঞ্জয় সিং পিটিআই ভিডিওকে বলেন, "এএপি তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। ''ইন্ডিয়া'' জোট ছিল (২০২৪ সালের) লোকসভা নির্বাচনের জন্য। আমরা দিল্লি এবং হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন নিজেদের মতো করে লড়েছি। আমরা বিহার নির্বাচনও এককভাবে লড়তে যাচ্ছি। আমরা পাঞ্জাব ও গুজরাটের উপনির্বাচনও নিজেদের মতো করে লড়েছি। এএপি ''ইন্ডিয়া''র অংশ নয়। আমরা লোকসভায় জোরালোভাবে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করব। আমরা সবসময় একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছি।"

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন দলটি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দিল্লি এবং হরিয়ানায় কংগ্রেসের সাথে জোট করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

কংগ্রেসকে আক্রমণ করে সিং বিরোধী জোটের নেতৃত্ব নিয়ে তার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

তিনি প্রশ্ন করেন, "এটা কোনো ছেলেখেলা নয়। লোকসভা নির্বাচনের পর কি তারা কোনো বৈঠক করেছে? ''ইন্ডিয়া'' জোটকে সম্প্রসারিত করার কোনো উদ্যোগ কি নেওয়া হয়েছে? কখনও তারা অখিলেশ যাদবকে, কখনও উদ্ধব ঠাকরেকে এবং কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমালোচনা করে। ''ইন্ডিয়া''কে ঐক্যবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। কংগ্রেস এই জোটের বৃহত্তম দল। কিন্তু তারা কি (বিরোধী ঐক্য নিশ্চিত করতে) কোনো ভূমিকা পালন করেছে?"

সরকারের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে এএপি-এর ভূমিকা নিয়ে সিং বলেন যে দলটি সর্বদা ক্ষমতাসীনদের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে।

তিনি আরও বলেন, "আমরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে তা করব। ''ইন্ডিয়া'' যা খুশি করতে পারে।"

এর আগে এই মাসেই গুজরাটের ভিসাবদর বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের পর কেজরিওয়াল অভিযোগ করেছিলেন যে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের ভোট কেটে এএপি-কে পরাজিত করার জন্য কংগ্রেসকে পাঠিয়েছিল।

কেজরিওয়াল বলেছিলেন, "যখন কংগ্রেস ব্যর্থ হলো, তখন বিজেপি তাদের তিরস্কারও করেছে। ''ইন্ডিয়া'' জোট শুধু লোকসভা নির্বাচনের জন্যই ছিল। এখন আমাদের পক্ষ থেকে কোনো জোট নেই।"

নীতিশ থেকে তেজস্বী, বিজেপি থেকে কংগ্রেস

বিহার নির্বাচনের মূল সুর এখন কর্মসংস্থান

পটনা, ১৯শে জুলাই : ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, মার্চ মাসে পটনার গান্ধী ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে আরজেডি নেতা এবং বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব শুধু সংসদীয় নির্বাচনই নয়, বরং পরবর্তী নির্বাচনী লড়াই ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনেরও সুর বেঁধে দিয়েছিলেন।

"বিজেপি মিথ্যাচারের কারখানা আরজেডি মানে অধিকার, চাকরি এবং উন্নয়ন," জন বিশ্বাস মহা র‍্যালিতে গর্জন করে বলেছিলেন তেজস্বী। তিনি বেকারত্ব এবং অভিবাসনকে তাঁর দলের প্রচারণার মূল কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন। এই বছর অক্টোবর-নভেম্বরে নির্ধারিত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বক্তব্য আরও জোরালো হয়েছে।

এরপর থেকে প্রতিটি জনসভা, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বা প্রেস বিবৃতিতে দলটি রাজ্যের মানুষের কাছে তাদের বার্তা পাঠিয়েছে: "আমাদেরকে ২০ মাস দিন, আর আমরা সেটাই করে দেখাব যা এনডিএ ২০ বছরেও করতে পারেনি।"

জবাবে, মুখ্যমন্ত্রী এবং জেডি(ইউ) সভাপতি নীতিশ কুমার একাধিক নীতিগত ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছেন।

বিহারের বেকারত্ব এখন কেবল একটি পরিসংখ্যানগত বিষয় নয়। এটি এখন জন আলোচনার একটি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রচারণায় একটি স্লোগান, যার মাধ্যমে বিভিন্ন দলের কর্মক্ষমতা এবং প্রতিশ্রুতি উভয়ই দেখা হচ্ছে। আরজেডির বার্তা সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে। দলটির সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি তেজস্বীর 'কাজ, চাকরি, কর্মসংস্থান, নীতি এবং উন্নয়ন' এর পিচকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে। আরজেডি ভোটের প্রতিশ্রুতিতে ১০ লক্ষ সরকারি চাকরি, বেকারত্ব ভাতা, একটি যুব কমিশন এবং বিহারের যুবকদের জন্য ডোমিসাইল-ভিত্তিক চাকরি নীতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই বড় প্রতিশ্রুতিগুলির নীচে একটি স্পষ্ট কৌশল রয়েছে: রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী চাকরি এবং অভিবাসন সংকট এবং শিল্পায়নের অভাবকে 'এনডিএর অপশাসনের সরাসরি পরিণতি' হিসাবে চিহ্নিত করা --- এবং আরজেডিকে এমন একটি শক্তি হিসাবে তুলে ধরা যা 'দেশে কর্মসংস্থান তৈরি করে অভিবাসন রোধ করবে'। গত মাসে তেজস্বী বলেছিলেন, "আমাদের যুবকদের আর চাকরির সন্ধানে অভিবাসন করতে হবে না।" "আরজেডির শাসনে কোনো বিহারীর কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য ছাড়ার প্রয়োজন হবে না।"

নীতিশ বিরোধী দলের প্রচারণা মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। শুধু জুন মাসেই তিনি যুব ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি উন্মোচন করেছেন। ২রা জুলাই, তিনি সিএম-প্রত্যায় প্রকল্প চালু করেন, যা বিহার জুড়ে এক লক্ষ ইন্টার্নকে ৪,০০০ টাকা থেকে ৬,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করবে। এক সপ্তাহ পরে, নীতিশ নেতৃত্বাধীন এনডিএ মন্ত্রিসভা বিহার যুব কমিশন গঠনের অনুমোদন দেয়, যার কাজ স্থানীয় নিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কর্মসংস্থান সংস্কারের পরামর্শ দেওয়া এবং মাদকদ্রব্য অপব্যবহার মোকাবেলা করা।

নীতিশ তার সরকারের কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রাও বাড়িয়েছেন। ১৩ই জুলাই তিনি দাবি করেন, "২০২৫ সালের আগস্টের মধ্যে আমরা ১২ লক্ষ সরকারি চাকরি এবং ৩৮ লক্ষ অন্যান্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করব।" "এবং ২০২৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত, আমরা আরও এক কোটি চাকরির লক্ষ্য রাখছি।" সরকার এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্র দ্বারা চালিত এই প্রস্তাবের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

এই অনুশীলনের অংশ হিসাবে, সরকার দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর দিচ্ছে, এমনকি সমাজতান্ত্রিক আইকন এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জননায়ক কর্পূরী ঠাকুরের নামে জননায়ক কর্পূরী ঠাকুর স্কিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও দিয়েছে।

জেডি(ইউ) এই ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করছে যে দলটি কেবল সরকারি চাকরি তৈরি করছে না, বরং 'সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য একটি ইকোসিস্টেম' তৈরি করছে।

এছাড়াও, নীতিশ সরকার বিহারের শিল্প বিনিয়োগ প্রচার নীতির মাধ্যমে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। সরকারি সূত্র মতে, ২০১৬ সালে এর ঘোষণার পর থেকে এই নীতি ৩,৮০০ টিরও বেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এনেছে, যার মধ্যে ৩,০০০ টিরও বেশি বিভিন্ন অনুমোদন এবং অপারেশনাল পর্যায়ে রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত, ৭৮০টি শিল্প ইউনিট চালু ছিল, যেখানে প্রায় ৩৪,০০০ লোক নিযুক্ত ছিল। রাজ্যটির ৩,০০০ একরের বেশি জমির ব্যাংক রয়েছে এবং আরও জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে শিল্প শেডগুলি ২৪ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে রয়েছে, যা তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। নির্বাচনের আগে নীতিশ নতুন শিল্প ইউনিট উদ্বোধনেও ব্যস্ত রয়েছেন।

যদিও বেশ কিছু পর্যবেক্ষক যুক্তি দেন যে নীতিশ সরকারের শিল্প নীতি তার রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং কম চাকরির সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, বিহারের শিল্প সচিব মিহির কুমার সিং বলেছেন যে রাজ্য ১.৮১ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব পেয়েছে যার মধ্যে ৮৪,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' হয়েছে। আদানি, অম্বুজা সিমেন্টস এবং কোকা-কোলার মতো বড় বিনিয়োগকারীরাও রাজ্যে বিনিয়োগ করছেন।

চলতি মাসের শুরুতে, নীতিশ সরকার তার নবায়নযোগ্য শক্তি নীতি ২০২৫ উন্মোচন করে, যার লক্ষ্য বিহারকে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে একটি শীর্ষস্থানীয় রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা, পাশাপাশি ১.২৫ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

তবে, বিরোধী দল এতে প্রভাবিত হয়নি। আরজেডি এই ঘোষণাগুলিকে 'নকল শাসন' বলে অভিহিত করেছে, এনডিএকে '১৭ বছরের নিষ্ক্রিয়তার' পর তাদের প্রস্তাবগুলি চুরি করার অভিযোগ করেছে। তেজস্বী বলেছেন, "বিহারের যুবকরা চাকরি চায়, সরকারি নাটক চায় না।" "আমরা যুবকদের তাদের শ্রেষ্ঠ সময় আর নষ্ট করতে দেব না।"

আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিং বলেছেন যে জনগণ এনডিএর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করবে না। তিনি দাবি করেন, "গত ২০ বছরে তারা (এনডিএ) চাকরির ক্ষেত্রে কিছুই করেনি। আরজেডি চাকরিকে একটি নির্বাচনী ইস্যু করতে পারে, এনডিএ তা পারবে না।"

তবে, জেডি(ইউ) মুখপাত্র রাজীব রঞ্জন প্রসাদ বলেছেন যে জনগণের নীতিশের প্রতি বিশ্বাস তার ট্র্যাক রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে। প্রসাদ বলেন, "যদিও ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রে আমাদের একজন প্রতিপক্ষ (ইউপিএ সরকার) ছিল, আমরা আট লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করেছি। গত পাঁচ বছরে আমরা ১২ লক্ষ চাকরি দিয়েছি এবং ৩৯ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছি। এখন আমরা এক কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এগুলো কোনো মনগড়া ঘোষণা নয়। নীতিশ কুমার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া কখনোই কোনো ঘোষণা করেন না। বিহারকে একটি উন্নত রাজ্য বানাতে যা যা করা প্রয়োজন আমরা সবই করছি," তিনি দাবি করেন কিভাবে নীতিশ "আইনশৃঙ্খলা থেকে নারী ক্ষমতায়ন পর্যন্ত তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন।"

আরজেডির প্রধান মহাজোটের মিত্র কংগ্রেসও আরজেডির মূল বিষয়টিকে সমর্থন করেছে। তাদের 'নৌকরী দো ইয়া সত্তা ছোড়ো' যাত্রার মাধ্যমে কংগ্রেস পাঁচ লক্ষ শূন্য পদের কথা তুলে ধরেছে এবং 'একই কাজের জন্য একই বেতনের' গ্যারান্টি দাবি করেছে। রাহুল গান্ধী এবং কানহাইয়া কুমার সহ কংগ্রেস নেতারা বেকারত্বকে বৈষম্য, জাতিগত অবিচার এবং অভিবাসনের বৃহত্তর বিষয়গুলির সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

বিজেপি এনডিএর সাফল্যের রেকর্ডের উপর জোর দিয়েছে, বিরোধী দলকে 'অসম্ভব বিনামূল্যে' প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য তিরস্কার করেছে। বিজেপি নেতারা আরজেডির দাবিগুলিকে 'জনপ্রিয় জুমালা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, 'এনডিএ সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে ১০ লক্ষ চাকরি প্রদানের' কথা উল্লেখ করে।

প্রতিটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের চাকরির আখ্যানকে বাড়িয়ে তোলার সাথে সাথে, এই বিষয়টি, যা সর্বদা বিহার নির্বাচনে একটি অন্তর্নিহিত বিষয় ছিল, এবার স্পষ্টভাবে কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে।

'এবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাঞ্চল্যকর নতুন প্রকাশ হলো যে, পাঁচটি জেট হয়তো ভূপাতিত হয়েছিল,' মন্তব্য করেন রমেশ।

কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, যার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ''হাউডি মোদী'' এবং ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ''নমস্তে ট্রাম্প'' থেকে শুরু করে বহু বছরের বন্ধুত্ব এবং ''হাগ্লোম্যাসি'' রয়েছে, তাকে এখন নিজেই সংসদে একটি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বিবৃতি দিতে হবে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত ৭০ দিন ধরে কী দাবি করে চলেছেন।'

শুক্রবার রিপাবলিকান সিনেটরদের জন্য আয়োজিত এক নৈশভোজে হোয়াইট হাউসে ভাষণ দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন: 'আপনাদের ভারত, পাকিস্তান ছিল, যা চলছিল... বিমানগুলি আকাশ থেকে ভূপাতিত হচ্ছিল... চার বা পাঁচটি। তবে আমি মনে করি পাঁচটি জেট আসলে ভূপাতিত হয়েছিল, যা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল, তাই না? দেখে মনে হচ্ছিল এটি এগোচ্ছে, এই দুটি গুরুতর পারমাণবিক দেশ, এবং তারা একে অপরকে আঘাত করছিল।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান এতে জড়িত ছিল, এবং তারা বারবার এটি করছিল, এবং এটি ক্রমশ বড় হচ্ছিল। এবং আমরা তা বাণিজ্যের মাধ্যমে সমাধান করেছি। আমরা বললাম, ''আপনারা বাণিজ্য চুক্তি করতে চান। আমরা বাণিজ্য চুক্তি করব না যদি আপনারা অস্ত্র এবং হয়তো পারমাণবিক অস্ত্র ছুঁড়তে থাকেন''। উভয়ই খুব শক্তিশালী পারমাণবিক রাষ্ট্র।' তিনি দাবি করেন যে তাঁর প্রশাসন ছয় মাসে যা অর্জন করেছে, অন্য কোনো প্রশাসন আট বছরেও তা অর্জন করতে পারেনি। 'আমি যা নিয়ে খুব গর্বিত, আমরা অনেক যুদ্ধ বন্ধ করেছি, অনেক যুদ্ধ। এবং এগুলি ছিল গুরুতর যুদ্ধ,' ট্রাম্প বলেন।

কংগ্রেস দাবি করে আসছে যে, আসন্ন বাদল অধিবেশনে মোদীকে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় ট্রাম্পের ভারত-পাকিস্তান 'যুদ্ধবিরতি' সংক্রান্ত দাবির উত্তর দিতে হবে।

গত ১০ই মে থেকে, যখন ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ রাতের আলোচনার পর ভারত ও পাকিস্তান একটি পূর্ণ ও অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, তখন থেকেই তিনি বেশ কয়েকবার দাবি করেছেন যে তিনি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করেছেন। তবে, ভারত ধারাবাহিকভাবে বজায় রেখেছে যে পাকিস্তানের সাথে শত্রুতা বন্ধ করার বিষয়ে বোঝাপড়া দুই সামরিক বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন্স-এর মধ্যে সরাসরি আলোচনার পরই হয়েছিল।

গত মাসে ট্রাম্পের সাথে প্রায় ৩৫ মিনিটের ফোন কলে মোদী দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে ভারত মধ্যস্থতা গ্রহণ করে না এবং 'কখনোই গ্রহণ করবে না', এবং সামরিক পদক্ষেপ বন্ধের বিষয়ে ভারতীয় ও পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর মধ্যে আলোচনা ইসলামাবাদের অনুরোধে শুরু হয়েছিল। পাহালগাম হামলায় ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার প্রতিশোধ হিসেবে ভারত ৭ই মে অপারেশন সিঁদুর চালু করে, যেখানে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসী অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। চার দিনের তীব্র আন্তঃসীমান্ত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ১০ই মে ভারত ও পাকিস্তান সংঘাত অবসানের বিষয়ে একটি বোঝাপড়ায় পৌঁছায়।

ইন্ডিয়া জোট থেকে সরে দাঁড়াল এএপি: কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ১৯শে জুলাই : আম আদমি পার্টি শুক্রবার নিজেদেরকে ''ইন্ডিয়া'' জোট থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা আর এই বিরোধী জোটের অংশ নয়। একইসাথে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে দলটি।

রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের এই মন্তব্যটি শনিবার সন্ধ্যায় নির্ধারিত ''ইন্ডিয়া'' জোটের নেতাদের একটি অনলাইন বৈঠকের আগেই এলো। এই বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে।

সংসদের বাদল অধিবেশন সোমবার থেকে শুরু হওয়ার ঠিক আগেই এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (জ্জঞ্জঙ্গজ্জঙ)-এর শরিকরা শেষবার যৌথভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার পর দীর্ঘ বিরতির পর এই বৈঠক হচ্ছে।

সঞ্জয় সিং পিটিআই ভিডিওকে বলেন, "এএপি তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। ''ইন্ডিয়া'' জোট ছিল (২০২৪ সালের) লোকসভা নির্বাচনের জন্য। আমরা দিল্লি এবং হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন নিজেদের মতো করে লড়েছি। আমরা বিহার নির্বাচনও এককভাবে লড়তে যাচ্ছি। আমরা পাঞ্জাব ও গুজরাটের উপনির্বাচনও নিজেদের মতো করে লড়েছি। এএপি ''ইন্ডিয়া''র অংশ নয়। আমরা লোকসভায় জোরালোভাবে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করব। আমরা সবসময় একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছি।"

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন দলটি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দিল্লি এবং হরিয়ানায় কংগ্রেসের সাথে জোট করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

কংগ্রেসকে আক্রমণ করে সিং বিরোধী জোটের নেতৃত্ব নিয়ে তার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

তিনি প্রশ্ন করেন, "এটা কোনো ছেলেখেলা নয়। লোকসভা নির্বাচনের পর কি তারা কোনো বৈঠক করেছে? ''ইন্ডিয়া'' জোটকে সম্প্রসারিত করার কোনো উদ্যোগ কি নেওয়া হয়েছে? কখনও তারা অখিলেশ যাদবকে, কখনও উদ্ধব ঠাকরেকে এবং কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমালোচনা করে। ''ইন্ডিয়া''কে ঐক্যবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। কংগ্রেস এই জোটের বৃহত্তম দল। কিন্তু তারা কি (বিরোধী ঐক্য নিশ্চিত করতে) কোনো ভূমিকা পালন করেছে?"

সরকারের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে এএপি-এর ভূমিকা নিয়ে সিং বলেন যে দলটি সর্বদা ক্ষমতাসীনদের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে।

তিনি আরও বলেন, "আমরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে তা করব। ''ইন্ডিয়া'' যা খুশি করতে পারে।"

এর আগে এই মাসেই গুজরাটের ভিসাবদর বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের পর কেজরিওয়াল অভিযোগ করেছিলেন যে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের ভোট কেটে এএপি-কে পরাজিত করার জন্য কংগ্রেসকে পাঠিয়েছিল। কেজরিওয়াল বলেছিলেন, "যখন কংগ্রেস ব্যর্থ হলো, তখন বিজেপি তাদের তিরস্কারও করেছে। ''ইন্ডিয়া'' জোট শুধু লোকসভা নির্বাচনের জন্যই ছিল। এখন আমাদের পক্ষ থেকে কোনো জোট নেই।"

কানাডায় দাবানলের আশঙ্কাজনক বৃদ্ধি, আগস্টে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হওয়ার অনুমান

অটোয়া, ১৯ জুলাই : পশ্চিম কানাডার অধিকাংশ বনাঞ্চলে দাবানল আগামী আগস্টে আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এটি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়েও অনেক উপরে পৌঁছাবে। কানাডার জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী টিম হজসন এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। শনিবার জাতীয় দাবানল পরিস্থিতি নিয়ে এক আপডেটে মন্ত্রী হজসন জানান, ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার দক্ষিণাংশে আগুন লাগার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি রয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত কানাডার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা থাকতে পারে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে শুষ্ক পরিস্থিতি আরও তীব্র হতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগের তথ্য অনুসারে, এই আবহাওয়া পূর্বাভাসের ভিত্তিতে ইয়ুকন অঞ্চল থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিম অন্টারিও, নোভা স্কোশিয়া এবং পূর্ব নিউ ব্রান্সউইক পর্যন্ত ব্যাপকভাবে দাবানলের ঝুঁকি বেড়ে যাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে ৩,০০০-রও বেশি দাবানলের ঘটনা ঘটেছে। যাতে প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চল পুড়ে গেছে। দাবানলে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় কানাডার সরকার প্রায় ১.১৭ কোটি কানাডিয়ান ডলার (প্রায় ৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। এই তহবিলের মাধ্যমে কানাডার দাবানল প্রতিরোধী কনসোর্টিয়াম গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেটি দেশের একটি জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং দাবানল সংক্রান্ত গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য ভার্চুয়াল হাব হিসেবে ব্যবহৃত হবে। মন্ত্রী হজসন বলেন, এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতের জন্য বনাঞ্চলে আরও টেকসই ও কার্যকর দাবানল মোকাবিলা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব।

সঙ্গীতা বিজলানির পুণের ফার্মহাউসে চুরি ও ভাঙচুর, মূল্যবান সামগ্রী লুট

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : বলিউডের প্রাক্তন অভিনেত্রী ও মডেল সঙ্গীতা বিজলানির পুণের ফার্মহাউস ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল ১৮ জুলাই পুণের মাওল এলাকায় পাভনা ড্যামের কাছে অবস্থিত এই ফার্মহাউসে একদল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী প্রবেশ করে চুরি ও ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুষ্কৃতীরা ফার্মহাউসের মূল দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে জানালার গ্রিল ভেঙে দেয়। আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট করে দেয়। এছাড়াও তারা একটি টেলিভিশনসহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছে। সঙ্গীতা বিজলানি দীর্ঘদিন ধরে এই ফার্মহাউসে যাননি এবং এটি গত চার মাস ধরে বন্ধ অবস্থায় ছিল। শুক্রবার দুইজন গৃহকর্মীর সঙ্গে ফার্মহাউসে গিয়ে ঘটনার কথা প্রথম জানতে পারেন সঙ্গীতা নিজেই।

শনিবার আগরতলার ৩৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রোটিন বাড়াতে ছোলার সঙ্গে মেশাবেন যে পাঁচ খাবার

প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য তালিকা গঠনে নিরামিষভোজীদের জন্য ছোলা একটি দুর্দান্ত উপাদান।
এছাড়া এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার খাদ্যতন্তু, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, সেলেনিয়ামসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান। তবে শুধু ছোলা খেলেই প্রয়োজনীয় সব অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় না। তাই ছোলাকে কিছু নির্দিষ্ট খাবারের সঙ্গে মিলিয়ে খেলে প্রোটিনের মান ও পরিমাণদুটোই বাড়ে। চলুন দেখে নেওয়া যাক এমন ৫টি নিরামিষ খাবার, যেগুলোর সঙ্গে ছোলা খেলে আপনি সহজেই প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারবেন।
১. পনির- প্রতি ১০০ গ্রাম পনিরে ১০—১৯ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ছোলা ও পনির একসঙ্গে রান্না করলে তা হয়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোটিন যুক্ত খাবার। এটি কারি, সালাদ কিংবা স্টার-ফ্রাই হিসেবে খাওয়া যায়। ভাজা ছোলা ও পনিরকে লেবুর রস ও মসলা মিশিয়ে খেলে তা খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়। যদি আপনি এর সঙ্গে ভাত বা রুটি যোগ করেন, তাহলে এটি হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার।
২. চিনা বাদাম- প্রতি ১০০ গ্রাম চিনা বাদামে ২৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ভাজা চিনা বাদাম ও ছোলার সালাদ বা চাট একসঙ্গে খেলে তা হয়ে ওঠে উচ্চ প্রোটিন যুক্ত স্ন্যাকস। চিনা বাদামে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো ছোলার সঙ্গে মিলে শরীরের পেশি গঠনে সাহায্য করে। একই সঙ্গে এতে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও ক্যালোরি, যা দীর্ঘস্থায়ী শক্তি দেয়।
৩. সয়াবিনের দানা প্রতি ১০০ গ্রাম সয়াবিনে ৫২ গ্রাম প্রোটিন থাকে। সেদ্ধ সয়াবিনের দানা ও ছোলাকে একসঙ্গে রান্না করে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে পোলাও বা এক-পাত্র খাবার তৈরি করা যায়। এটি একটি অত্যন্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার। আবার এই দুটি উপাদান দিয়ে সকালবেলার চিলা (প্যানকেক) তৈরি করে তা ধনে পাতা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করলেও খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়। ৪. কুমড়ার বিচি প্রতি ১০০ গ্রাম কুমড়ার বিচিতে ১৯—২১ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ভাজা কুমড়ার বিচি ও সেদ্ধ ছোলাকে একত্র করে তৈরি করা যায় দারুণ সব স্যুপ, ডিপ ও চাটনি। আবার ছোলার সালাদে কুমড়ার বিচি ছিটিয়ে দিলে তা হয়ে ওঠে এক উচ্চপ্রোটিন যুক্ত স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস। ৫. কুইনোয়া প্রতি ১০০ গ্রাম কুইনোয়ায় ৪.৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে (সেদ্ধ অবস্থায়) সেদ্ধ কুইনোয়া ও ছোলাকে একসঙ্গে মিশিয়ে বুদ্ধা বোল তৈরি করা যায়, যেখানে আরও কিছু সেদ্ধ সবজি যোগ করলে তা হয়ে যায় একেবারে ভারসাম্যপূর্ণ একটি খাবার। চাইলে দেশি খাবারের ধাঁচে খিচুড়ি স্টাইলে রান্না করেও খাওয়া যায়, যার সঙ্গে দই ও আচার দিলেই হয়ে যাবে এক পরিপূর্ণ বাঙালি খাবার।

তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করলে যেসব পরিবর্তন দেখবেন শরীরে

তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের ভালো। রাত ৮টার আগেই যদি রাতের খাবার শেষ করে ফেলেন, তবে দারুণ কিছু উপকার মিলবে। তবে অফিস বা কাজ শেষে জ্যাম ঠেলে বাড়িতে ফিরে এত তাড়াতাড়ি খাবার খাওয়া বেশ মুশকিলই মনে হতে পারে। কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ যদি নিয়ম মেনে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করেন, তবে শরীরে নানা ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। কী কী পরিবর্তন হতে শুরু করবে জেনে নিন।
১। যখন পেট গভীর রাতে ভারী খাবার হজম করতে ব্যস্ত থাকবে না, তখন সঠিকভাবে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাবে সে। আপনি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়বেন, বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবেন, এমনকি ঘুম থেকে উঠলে হালকা বোধ করবেন।
২। সকালে ঘুম থেকে উঠেই গ্যাস্ট্রিক বা পেট ফুলে যাওয়ার সমস্যায় ভুগবেন না। খাবার হজমে রাতভর পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার অর্থ হলো এটি পরিপাকতন্ত্রকে আরও পরিষ্কার করে তোলে।
৩। সকালে জোর করে নাস্তা করার ঝামেলায় আর পড়বেন না। কারণ সকালে উঠেই দেখবেন তীব্র ক্ষুধা লেগে গেছে। আর স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে সকালের নাস্তা করার অর্থ হলো সারাদিন সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকা।
৪। রাতারাতি হজমের চাপ কম হলে ডিটক্স চক্র ভালো হয়। এর ফলে ত্বক পরিষ্কার ও সতেজ হয়ে ওঠে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখবেন ত্বক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, বিশেষ করে সকালে।

বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে এই চার খাবার

ত্বক সুস্থ রাখতে প্রসাধনী যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি সঠিক খাদ্যাভ্যাস। বয়সের সাথে সাথে ত্বকে বলিরেখা দেয় দেয় স্বাভাবিকভাবেই। আবার আজকাল বয়সের আগেই অনেকের ত্বকে বলিরেখা পড়ে যায়। পাশাপাশি শুষ্ক এবং নিস্তেজ দেখায় ত্বক। তবে কিছু খাবার হাইড্রেশন বাড়িয়ে ত্বককে সঠিক পুষ্টি সরবরাহ করে এবং প্রতিদিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে ত্বককে। নিয়মিত খাবারগুলো খেলে ত্বক থাকবে সতেজ, স্বাস্থ্যকর এবং বলিরেখাহীন।
১.প্রাকৃতিকভাবে বিটা-ক্যারোটিন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলু ত্বককে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে, যা বলিরেখা এবং সূক্ষ্ম রেখার অন্যতম প্রধান কারণ। এগুলো শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়, যা ত্বকের মেরামতে সহায়তা করে এবং গঠন মসৃণ রাখে। ২.শরীরকে ভিটামিন এ এবং ই শোষণ করতে সাহায্য করে ঘি। এছাড়া কোলাজেন প্রোটিন উৎপাদনে সহায়তা করে। কোলাজেন ত্বককে দৃঢ় রাখে এবং ঝুলে পড়া রোধ করে। ঘি এর স্বাস্থ্যকর চর্বি ভেতর থেকে শুষ্কতার বিরুদ্ধেও লড়াই করে। ফলে ত্বকে নরম ও কোমল হয়। প্রতিদিনের খাবারে সামান্য পরিমাণে ঘি যোগ করুন ত্বক ভালো রাখতে।
৩.ভিটামিন সি পাওয়ার হাউস বলা হয় আমলকীকে। শরীরের কোলাজেন তৈরি এবং সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন এই ভিটামিন। শক্তিশালী কোলাজেন মানে কম সূক্ষ্ম রেখা এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করা। আমলকী দূষণ এবং মানসিক চাপের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকেও রক্ষা করে ত্বককে।
৪.ত্বক টানটান রাখতে নিয়মিত খান মিষ্টিকুমড়ার বীজ। জিঙ্ক, ভিটামিন ই এবং প্রোটিনে ভরপুর এই বীজ। ত্বকের মেরামত এবং সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এসব উপাদান।

নারী

এক মাত্র ঈশ্বরের সৃষ্টই নও তুমি। সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামো অনুযায়ী পুরুষই তৈরি করেছে তোমাদের সৌন্দর্য সঞ্চারি। সৃষ্টির আদিকাল হতে গোটা বিশ্ব তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করে আসছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী, অধিকাংশ মানুষই এই একটা অনভিপ্রেত ভাবনার মাঝে ঘুর পাক খেয়ে যাচ্ছে। আর এই ভাবনাটি হলো পুঞ্জীভূত মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে হৃদয়ের আকাশে বিস্তৃত হয়। বিশ্ব কবি তাই তো বলেছেন যে সুখ দুঃখে মোরে কর সহচরী, আমার পাইবে তখনই পরিচয়। "নারীর" শুধুমাত্র সংসারের ঘেঁরা জালে তৃপ্ত হতে পারেনা। তাই ওদের অন্তরে জমে আছে অসংখ্য ক্ষোভ ও প্রতিবাদ, যা কী না, তাদের অন্তরে লুকায়ীত। লিঙ্গভেদেই এতো বৈষম্য বঞ্চনা, পরাধীনতা। যার ফলেই সারা বিশ্বেই এতো ক্ষোভ। এই একটি অভিশাপ, যা নাকি নারীদের, অচল অনর পিলার ন্যায় চেপে রেখেছে। সেটি হলো ' শৃঙ্খলিত নারী সমাজ'। বহু প্রতিবাদ, আন্দোলন করেও বিন্দুমাত্র নাড়ানো সম্ভব হয়নি, সমূলে। এই ফল স্বরূপ তৈরি হয়েছে 'পুরুষ প্রধান' 'সমাজ ব্যবস্থা'। এই সমাজে নারীর যা কিছু মর্যাদা, তা নির্ভর করে পুরুষের দয়া করুণা, ও ইচ্ছা, অনিচ্ছার উপর। সমাজের কোন সংসারে পরপর দু, তিনটি কন্যা সন্তান হলে, এটাই আলোচনা হয় যে কন্যার জন্ম হয়েছে পরের জন্য। এহেন উক্তি নারীর ক্ষমতায়নকে রোধ করে। দীর্ঘকাল ধরে নারীর হয়ে আসছে পুরুষের আরম্বরের ও ভোগ বিলাশের মাধ্যম হিসাবে। নারীর সোচ্চার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠুক বিশ্বমহাত্মার কাছে এটাই প্রার্থনা করি। নারীদের আপন ভাগ্য জয় করিবার কেহই দেয়না অধিকার। এবং সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভই মেঘ আকারে ঝড়ে পড়ে ধরনীতে। আবেদন নিবেদনের পথ পরিহার করে, নিজের অধিকারে সোচ্চার হয়ে উঠুক 'নারী'। বিশ্বব্যাপিয়া পরিব্যপ্ত হওক এই সোচ্চার আওয়াজ। দীর্ঘ কালের এই বদঅভ্যাসকে নারীরাও মেনে চলেছিল বহুদিন যাবৎ। এটাই বিশাল প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'সভ্য' সমাজ ব্যবস্থায়। এই বাঁধা হতে মুক্তি পেতে হলে জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে সবত্রই লড়াই করে আস্তে হবে নারী সমাজকে। আর পুরুষকেও তাদের সাথে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সমভাবে। কোন প্রকার দয়া করুণা নয়, একমাত্র সহমর্মীতা, ভালোবাসা ও স্নেহ দ্বারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে গোটা 'পুরুষ' সমাজকে। নারীদের প্রতিবন্ধকতার দরজাটিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। বহু বিক্ষোভ, আন্দোলন, সংগ্রাম করতে হবে পুরুষকে সাথে করে নারীদের ঐ শিলা পাথরটিকে নাড়ানোর জন্য উৎপাটন করার জন্য। সমাজের দৃষ্টিতে কেবল মাত্র, আদর্শ স্ত্রী, সতী লক্ষ্মী গৃহীনী, সেবা পরায়ন কন্যা বধূ, এটিতেই আটকিয়ে থাকলে হবে না। এগিয়ে যেতে হবে প্রতিটি প্রতিযোগীতা ও কর্মে যা জলে হোক, স্থালে বা অন্তরীক্ষেই হোক সর্বত্রই। তবেই নারীরা পুরুষের সাথে সম মর্যাদা ও সম ক্ষমতায়ণের অধিকারী বলে বিবেচ্য হবে এবং নারীদের মর্যাদা, বিশ্বদরবারে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন লভিবে। নারীদের আপন, আপন ভাগ্য নিজেই নিজেকে জয় করিতে হবে।

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

চার স্বাদে কাঁঠালের বিচি ভর্তা

গরম ভাতের সঙ্গে খেতে দারুণ সুস্বাদু কাঁঠালের বিচি ভর্তা। চারটি ভিন্ন স্বাদে বানিয়ে ফেলতে পারেন এই ভর্তা। বাটার ঝামেলা ছাড়াই তৈরি করে ফেলা যায় সুস্বাদু ভর্তাগুলো। রেসিপি জেনে নিন। ১। এক কাপ কাঁঠালের বিচি সেদ্ধ করে নিন ২ কাপ জল দিয়ে। জল একদম টেনে আসলে নামিয়ে নিন। প্যানে সরিষার তেল গরম করে নিন। ১০-১২টি মাঝারি চিংড়ি খোসা ছাড়িয়ে সামান্য লবণ দিয়ে ভাজুন। চিংড়ি ভাজা হলে উঠিয়ে একই প্যানে আস্ত শুকনা মরিচ ও কাঁচা মরিচ ভেজে নিন। ভাজা হলে উঠিয়ে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। পেঁয়াজ নরম হলে উঠিয়ে রাখুন। ভর্তা তৈরির জন্য সেদ্ধ করে রাখা কাঁঠালের বিচি থেঁতো করে নিন। একইভাবে থেঁতো করে নিন চিংড়িসহ বাকি উপকরণ। স্বাদ মতো লবণ ও ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে মেখে পরিবেশন করুন। ২। মিডিয়াম হিটে শুকনা প্যানে খোসাসহ এক কাপ কাঁঠালের বিচি ভেজে নিন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন ২ মিনিটের জন্য। আবার নেড়ে আবার কয়েক মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। এভাবে ভেজে নরম করে নিন বিচিগুলো। প্যানে শুকনা মরিচ ভেজে নিন মচমচে করে। আরও ভাজুন পেঁয়াজ। এবার কাঁঠালের বিচির খোসা ছাড়িয়ে একটি ব্লেন্ডারে নিয়ে নিন। এতে আরও দিন ভেজে রাখা পেঁয়াজ, শুকনা মরিচ, ধনিয়া পাতা কুচি ও ১ টেবিল চামচ সরিষার তেল। সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। ৩। কাঁঠালের বিচির খোসা ছাড়িয়ে নিন। পরিমাণ মতো পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও শুকনা মরিচ ভেজে নিন। সেদ্ধ করে রাখা কাঁঠালের বিচি থেঁতো করে পেঁয়াজ, শুকনা মরিচ, ধনিয়া পাতা কুচি, লবণ ও তেল দিয়ে মেখে নিন।
৪। কাঁঠালের বিচি শুকনা প্যানে টেলে নিন। ঢেকে নেড়েচেড়ে নরম করে সেদ্ধ করে নিন। প্যানে তেল গরম করে ৩/৪টি চ্যাপা শুঁটকি ভেজে নিন। ভাজা হলে উঠিয়ে একই প্যানে পেঁয়াজ কুচি ও মরিচ ভেজে নিন। ব্লেন্ডারে কাঁঠালের বিচি ব্লেন্ড করে নিন। এরপর ভাজা পেঁয়াজ, মরিচ, ভাজা মাছ, লবণ ও ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে আবারও ব্লেন্ড করে নিন।

লিভার ভালো রাখার দশটি উপায়

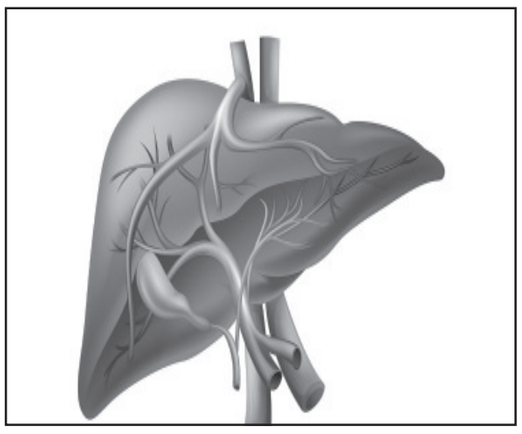

শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভার। সুস্থ থাকতে লিভার ভালো রাখার বিকল্প নেই।
তবে কিছু বদ অভ্যাসের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিভার খারাপ হয়। এ জন্য সচেতন থাকতে হবে। অনেকেই আছেন, যারা সারা বছর লিভারের সমস্যায় ভোগেন। খাওয়ার অনিয়মের কারণেই এ সমস্যা হয়। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত না খেলে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনবেন।
লিভারের সমস্যা হলে মূলত হজম শক্তি কমে যায়। তাই প্রতিদিন তেল-মসলা ছাড়া খাবার খাওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রতিদিন খাবারের তালিকায় কিছু ফলও রাখতে পারেন।
লিভার ভালো রাখার ১০ উপায়
১. অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা ফ্যাটি লিভারের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। একই সঙ্গে লো ফ্যাট ফুড থেকেও সাবধান থাকতে হবে। কারণ, এসব খাবার থেকে ফ্যাট বাদ দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু খাবারের স্বাদ ধরে রাখতে প্রচুর পরিমাণ চিনি যোগ করা হয়। এতে লিভারের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। স্ট্রেসের সময় না খাওয়া মাঝেমধ্যে অনেকের মনে হয়, শরীরে এনার্জি কম লাগছে। ঠিক তখন এনার্জি ফিরে পেতে আমরা খাওয়া-দাওয়া করি, যা একদমই ঠিক নয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, লিভার সুস্থ রাখতে স্ট্রেসের সময় কোনো খাবার খাওয়া যাবে না। কারণ, ওই সময় ঠিকমতো হজম হয় না। ২. গাছের মূল খাওয়া লিভারের সমস্যা সমাধানে কিছু কিছু গাছে মূল খুব ভালো কাজ করে। হলুদের মূল লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ জন্য খালি পেটে অনেকে কাঁচা হলুদ খেয়ে থাকেন। ৩. ভিটামিন প্রোটিন বা ভিটামিন জাতীয় খাবার খাওয়ার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকুন। খাদ্য তালিকায় এমন খাবার রাখুন, যা লিভার ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স, ভিটামিন 'সি' লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া প্রোটিনের মধ্যে থাকা অ্যামাইনো অ্যাসিডও লিভার পরিষ্কার রাখার জন্য ভালো কাজ করে। পাশাপাশি ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লিভার সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ৪. ওষুধ এমন কিছু ওষুধ আছে, যেগুলো লিভারের ক্ষতি করে। যেমনপেনকিলার, টাইলেনল বা কোলেস্টেরলের ওষুধ লিভারের ক্ষতি করে। তাই এসব ওষুধ থেকে দূরে থাকুন। ৫. চা-কফি চা-কফি খেলে শরীরের ক্ষতি হয়এ কথা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু কফি খাওয়ার অনেক সুফল আছে। গবেষণা থেকে জানা গেছে, নিয়মিত কফি খেলে লিভারের সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অন্তত ১৪ শতাংশ কমে যায়। ৬. টক্সিন টক্সিন লিভারের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে। কারণ, এটি বিষজাতীয়, যা মুখে দিলে ত্বকের মাধ্যমে রক্তে শোষিত হয়। ফলে লিভার ভালো রাখতে হলে অবশ্যই স্প্রে, টক্সিন থেকে দূরে থাকতে হবে।
৭. প্ল্যান্ট প্রোটিন লিভার সুস্থ রাখতে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো সঠিক খাবার খাওয়া। এ ক্ষেত্রে প্ল্যান্ট প্রোটিন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অ্যানিমেল প্রোটিনের থেকে প্ল্যান্ট প্রোটিন লিভারের জন্য অনেক ভালো। তাই বেশি বেশি ডাল, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, ফাইবার খেতে হবে। ৮. অ্যালকোহল অতিরিক্ত অ্যালকোহলে আমাদের লিভারে টক্সিন জমা হয়। তাই কোনোভাবেই এটি করা যাবে না। ৯. হেলদি ফ্যাট শরীরের জন্য ফ্যাট অনেক উপকারী। এ জন্য ডায়েট থেকে একেবারে ফ্যাট বাদ দেওয়া যাবে না। এতে লিভারের ক্ষতি হতে পারে। তাই খাবারের তালিকায় হেলদি ফ্যাট জাতীয় খাবার, যেমনঅলিভ বা ও
১০. লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেবু দেহকে বিষাক্ত পদার্থ সংশ্লেষণ করে এমন বস্তুতে রূপান্তরিত করে, যাকে জল সহজেই শুষে নিতে পারে। আর এ কারণেই সকালে লেবু-জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ লেবু-পানি লিভারকে কার্যকরভাবে কাজ করতে উদ্দীপনা যোগায়।

ডিম সেদ্ধ করার জল কি উপায়ে ব্যবহার করা যায়

ডিম সেদ্ধ করার জল বেশিরভাগ সময় ফেলেই দেওয়া হয়। তবে এতে কিন্তু বেশ কিছু পুষ্টিগুণ মিশে থাকে। সেদ্ধ করার সময় ডিমের খোসা থেকে এমন কিছু খনিজ বের হয়, যা পানিতে মিশে যায়। তার মধ্যে একটি হলো ক্যালসিয়াম। ডিমের খোসায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে। সেদ্ধ হওয়ার সময়ে সেই ক্যালসিয়ামই পানিতে মিশে যায়। পাশাপাশি ডিমে থাকা ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রনের মতো খনিজও মেশে জলে। পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই পানি কাজে লাগানোর কিছু উপায় জেনে নিন।
১। ডিম সেদ্ধ করা জল দিয়ে গোসলের সময় চুল ধুলে নিন। চুল নরম ও মসৃণ হবে। ডিমের ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম চুলের গোড়া মজবুত করে, চুল পড়া বন্ধ করে। খুশকির সমস্যারও সমাধান করতে পারে ডিম সেদ্ধ করা পানি। এই জলের খনিজ উপাদানগুলো মাথার ত্বকের সংক্রমণও রোধ করতে পারে। ২। ডিম ফুটানোর জলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ থাকে, যার মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম। এগুলো উদ্ভিদের জন্য উপকারী। পানি ঠান্ডা হতে দিন প্রথমে। এরপর এই জল দিন গাছের গোড়ায়। মাটির গুণমান উন্নত করবে সেদ্ধ ডিমের জল সয়াম শিকড়ের বিকাশে সহায়তা করে, অন্যদিকে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল উৎপাদন বাড়ায় যা গাছকে সবুজ এবং আরও প্রাণবন্ত করে। ৩। ঘরের মেঝে, রান্নাঘরের তাক বা সিঙ্ক পরিষ্কারের কাজে এই জল ব্যবহার করতে পারেন। ডিম সেদ্ধ করা জলের ক্ষারীয় প্রকৃতি তেল চিটচিটে ভাব ও ময়লা দূর করে রান্নাঘরের। চুলার উপরের অংশ পরিষ্কার করতে কাজে লাগাতে পারেন এই জল। পুরনো থালাবাসন নতুনের মতো চকচকে করে তুলতেও এ জল কাজে আসতে পারে।
৪। সেদ্ধ ডিমের জল সার তৈরির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এর খনিজ পদার্থ জৈব উপাদানকে দ্রুত ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে। ঠান্ডা ডিমের জল কম্পোস্ট বিনে ঢেলে দিলে উপকারী জীবাণু বৃদ্ধি পায়। ফলে খাবারের টুকরো এবং জৈব বর্জ্য ভেঙে পুষ্টিকর সমৃদ্ধ সার তৈরি করে। এটি কিছুটা অতিরিক্ত আর্দ্রতাও যোগ করে, যা কম্পোস্ট তৈরির প্রক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যক।

গরমে সুতি ছাড়াও যেসব কাপড় আরাম দেবে

প্রচণ্ড গরমের এই সময় দিনভর স্বস্তিতে থাকতে চাইলে আরামদায়ক পোশাকের বিকল্প নেই। গরমে আরাম পেতে সুতি পোশাকই সাধারণত বেশি পরা হয়। কারণ ঘাম শোষণের বদলে এই কাপড় ঘাম শুকিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। এছাড়া বাতাসের আনাগোনা ঠিক রাখে। ফলে গ্রীষ্মে সুতি পোশাক হতে পারে প্রথম পছন্দ। তবে হঠাৎ আসা বৃষ্টিতে ভিজে গেলে আবার সুতি বেশ বিড়ম্বনায় ফেলবে। কারণ সুতি পোশাক সহজে শুকাতে চায় না। গরমের এই সময়ে সুতি ছাড়া আর কোন কোন ফেব্রিক আরাম দেবে জেনে নিন। ফ্লাক্স ফাইবার থেকে তৈরি এক ধরনের প্রাকৃতিক কাপড় হচ্ছে লিলেন। সুতির মতোই ঘাম শুষে নিতে পারে এবং বাতাস চলাচল করতে দেয় এই ফেব্রিক। গরমের সময়ে কোনও অনুষ্ঠান থাকলে ভারী সাজ সাজতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু খুব সাদামাটসসাজও মানায় না। সে ক্ষেত্রে লিনেন কাপড়ের পোশাক পরতে পারেন। তাতে আরাম আর সাজ, দুই-ই বজায় থাকে। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যও দারুণ আরামদায়ক এই কাপড়। সুতির পাশাপাশি কিছু প্রাকৃতিক ও সিনথেটিক তন্তু দিয়ে প্রস্তুত করা হয় রেয়ন কাপড়। সিল্কের চমৎকার বিকল্প হতে পারে এই কাপড়। রেয়নের কাপড় যেমন পরতে আরামদায়ক, তেমনি পরিষ্কার করাও সহজ। গরমে তাই নিশ্চিন্তে বেছে নিতে পারেন রেয়ন কাপড়ের পোশাক।
একটু মেঘলা ওয়েদারে নরম জর্জেটের কাপড় বেছে নিতে পারেন। এমন আবহাওয়ায় খুব বেশি গরম থাকে না, আবার হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে গেলে সহজেই শুকিয়ে যায় এই কাপড়।
লিলেন ও সুতির মিশ্রণে তৈরি হয় লন কাপড়। এটি হালকা ও ভীষণ আরামদায়ক। খানিকটা স্বচ্ছ ধরনের লন কাপড় মসৃণ ও নরম। গরমে আরাম পেতে লন কাপড় দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন কামিজ, কুর্তি কিংবা শার্ট। ছোটদের পোশাক কিংবা রাতের পোশাক হিসেবেও লন কাপড়ের ব্যবহার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসবে।

শনিবার আগরতলায় এক বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য এবং বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিরসনে ট্রাম্পের দাবি, কংগ্রেসের সমালোচনার ঝড়

নয়াদিল্লি, ১৯শে জুলাই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার হোয়াইট হাউসে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত নৈশভোজে আবারও দাবি করেছেন যে, তিনিই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি বড় সংঘাত রোধ করেছিলেন। তার মতে, দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ 'পরস্পরকে আঘাত করছিল' এবং 'চার বা পাঁচটি জেট ভূপাতিত হয়েছিল' যখন 'বাণিজ্য আলোচনার মাধ্যমে' উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

ট্রাম্প বলেন, 'আমরা অনেক যুদ্ধ বন্ধ করেছি। এবং এগুলি ছিল গুরুতর, ভারত ও পাকিস্তান, যা চলছিল... এগুলি দুটি গুরুতর পারমাণবিক দেশ, এবং তারা একে অপরকে আঘাত করছিল। এটি এক নতুন ধরনের যুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'বিমানগুলিকে আকাশ থেকে ভূপাতিত করা হচ্ছিল... পাঁচটি, পাঁচটি, চার বা পাঁচটি, তবে আমি মনে করি পাঁচটি জেট আসলে ভূপাতিত হয়েছিল।'

তিনি ব্যাখ্যা করেন কিভাবে তার প্রশাসন উত্তেজনা প্রশমনে বাণিজ্য আলোচনাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ট্রাম্পের ভাষ্যমতে, 'ভারত ও পাকিস্তান এতে জড়িত ছিল, এবং তারা বারবার এটি করছিল, এবং এটি ক্রমশ বড় হচ্ছিল, এবং আমরা বাণিজ্যের মাধ্যমে এটি সমাধান করেছি। আমরা বললাম, আপনারা বাণিজ্য চুক্তি করতে চান।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা বাণিজ্য চুক্তি করব না যদি আপনারা অস্ত্র ছুঁড়তে থাকেন, এবং সম্ভবত পারমাণবিক অস্ত্রও, উভয়ই খুব শক্তিশালী পারমাণবিক রাষ্ট্র।' ট্রাম্প আরও দাবি করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিও বাতিল করেছে।

এর আগেও ট্রাম্প একই ধরনের দাবি করেছেন। চলতি সপ্তাহের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধ সমাধানে আমরা খুবই সফল হয়েছি।

আপনাদের ভারত ও পাকিস্তান আছে। আপনাদের রুয়ান্ডা ও কঙ্গো আছে, যা ৩০ বছর ধরে চলছিল। ভারত, যাই হোক, পাকিস্তান আরও এক সপ্তাহের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত, যেভাবে তা চলছিল। এটি খুব খারাপভাবে চলছিল, এবং আমরা তা বাণিজ্যের মাধ্যমে করেছি।' তিনি যোগ করেন, 'আমি বলেছিলাম, "আপনারা যদি এটি মীমাংসা না করেন তবে আমরা আপনাদের সাথে বাণিজ্য নিয়ে কথা বলব না", এবং তারা তা করেছিল, এবং উভয়ই মহান নেতা ছিল, এবং তারা মহান ছিল।'

পরে, কংগ্রেস ট্রাম্পের এই দাবির কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এক্স-এ কংগ্রেস পোস্ট করেছে, 'ট্রাম্প বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধে পাঁচটি জেট ভূপাতিত হয়েছে। এর পাশাপাশি, তিনি ২৪তম বারের মতো বলেছেন যে, আমি বাণিজ্যের হুমকি দিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করেছি।' দলটি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীরবতার সমালোচনা করে বলেছে, 'ট্রাম্প ক্রমাগত এটি পুনরাবৃত্তি করছেন, এবং নরেন্দ্র মোদী নীরব।' কংগ্রেস আরও প্রশ্ন তুলেছে, 'নরেন্দ্র মোদী কেন দেশের সম্মান বাণিজ্যের জন্য বিসর্জন দিলেন?'

যদিও ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন যে তিনি কূটনীতি ও বাণিজ্য চাপের মাধ্যমে সংঘাত 'বন্ধ' করতে সাহায্য করেছেন, তবে প্রকৃত শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল যখন পাকিস্তানের মিলিটারি অপারেশন্সের ডিরেক্টর জেনারেল তার ভারতীয় প্রতিপক্ষের সাথে স্থল, আকাশ এবং সমুদ্রে সমস্ত শত্রুতা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে যোগাযোগ করেন।

জম্মু ও কাশ্মীর-এর অনন্তনাগ জেলার পাহালগামে গত ২২শে এপ্রিল একটি ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর উত্তেজনা মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছিল, যেখানে পাকিস্তান-সমর্থিত জঙ্গিদের হামলায় ২৬ জন নিহত হন। এর জবাবে, ভারত ৭ই মে অপারেশন সিন্দূর চালু করে, যেখানে ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর-এর অভ্যন্তরে নয়টি বড় সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে হামলা চালায়। পাকিস্তান ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করলেও, ভারতীয় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সফলভাবে সমস্ত আগত হুমকি প্রতিহত করে। উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে, আইএএফ ১১টি পাকিস্তানি বিমানঘাঁটিতে নির্ভুল হামলা চালায়, যার মধ্যে নূর খান এবং রহিম ইয়ার খানের মতো কৌশলগত স্থানও ছিল। ভারতে কোনো হতাহতের বা কাঠামোগত ক্ষতির খবর না থাকলেও, ভারতীয় সামরিক বাহিনী তাদের সীমান্ত পেরিয়ে চালানো হামলার ক্ষতির ভিজ্যুয়াল প্রমাণ প্রকাশ করে। এই বিনিময়ের সময় ভারতীয় আকাশসীমা রক্ষায় আইএএফ-এর শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, একাধিক ইউএভি এবং ড্রোন হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করে।

দিল্লির ডাকঘরগুলিতে ২১শে জুলাই থেকে আইটি ২.০ চালু, পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৯শে জুলাই : ডিজিটাল পরিষেবায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ডাক বিভাগ আগামী ২১শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে দিল্লির নির্বাচিত ডাকঘরগুলিতে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আইটি ২.০ অ্যাপ্লিকেশন চালু করতে চলেছে। এই নতুন সিস্টেম চালু করার জন্য, ডাক বিভাগ ঐ দিন একটি পরিকল্পিত ডাউনটাইম ঘোষণা করেছে, যার ফলে দিল্লির নিম্নলিখিত ডাকঘরগুলিতে সেদিন কোনও লেনদেন পরিচালিত হবে না: আলিগঞ্জ, অমর কলোনি, অ্যান্ড্রুস্গঞ্জ, সি জি ও কমপ্লেক্স, দরগাহ শরীফ, ডিফেন্স কলোনি, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট কমপ্লেক্স সাকেত, ইস্ট অফ কৈলাস ফেজ ১, ইস্ট অফ কৈলাস, গৌতম নগর, গলফ লিঙ্কস, গুলমোহর পার্ক, হরি নগর আশ্রম, হজরত নিজামুদ্দিন, জংপুরা, কস্তুরবা নগর, কৃষ্ণ মার্কেট, লোদি রোড, লাজপত নগর, মালভিয়া নগর, এমএমটিসি-এসটিসি কলোনি, নেহরু নগর, এনডি সাউথ এক্সট-২, পঞ্চশীল এনক্লেভ, প্রগতি বিহার, প্রতাপ মার্কেট, পুষ্প বিহার, সাদিক নগর, সফদরজং এয়ার পোর্ট, সাকেত, সন্ত নগর, সর্বোদয় এনক্লেভ, সাউথ মালভিয়া নগর, শ্রীনিবাসপুরী এবং জীবন নগর বিও। এই সাময়িক পরিষেবা স্থগিতাদেশের কারণ হলো ডেটা মাইগ্রেশন, সিস্টেম যাচাইকরণ এবং কনফিগারেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, যা নতুন সিস্টেমের মসৃণ ও কার্যকরভাবে চালু হওয়ার জন্য অপরিহার্য। ডাক বিভাগ জানিয়েছে, এই নতুন এপিটি অ্যাপ্লিকেশনটি উন্নত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা, দ্রুত পরিষেবা সরবরাহ এবং একটি আরও গ্রাহক-বান্ধব ইন্টারফেস প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা স্মার্ট, দক্ষ এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত ডাক পরিষেবা প্রদানে তাদের অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে যেন তারা ২১শে জুলাই তারিখে তাদের ডাকঘরের কাজগুলি আগে থেকেই সেরে রাখেন এবং এই সাময়িক অসুবিধায় সহযোগিতা করেন। ডাক বিভাগ এই অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং আশ্বাস দিয়েছে যে, প্রতিটি নাগরিককে আরও ভালো, দ্রুত এবং ডিজিটালভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষেবা প্রদানের স্বার্থেই এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে। এই ডিজিটাল রূপান্তর ডাক পরিষেবাকে আরও আধুনিক এবং কার্যকরী করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টেকনিক্যাল সমস্যার জেরে হায়দ্রাবাদে ফিরল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ব্যাংককগামী বিমান

নয়াদিল্লি, ১৯শে জুলাই: শনিবার সকালে ব্যাংককের ফুকেতগামী এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একটি বিমান উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, জ্জড১১০ নম্বরের ফ্লাইটটি, যা বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৮ বিমান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, সকাল ৬টা ২০ মিনিটে নির্ধারিত উড্ডয়নের ২০ মিনিট দেরিতে ৬টা ৪০ মিনিটে হায়দ্রাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে। বিমানটির ফুকেতে সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে অবতরণের কথা ছিল। তবে, বিমানটি কেন ফিরে এলো, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি। এ বিষয়ে এয়ারলাইন বা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এখনও কোনো বিবৃতি জারি করেনি।

চলতি সপ্তাহে এটিই প্রথম এমন ঘটনা নয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি থেকে ইস্ফলগামী ইন্ডিগোর একটি ফ্লাইট টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই মাঝপথে দিল্লি বিমানবন্দরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ৬ই-৫১১৮ নম্বরের বিমানটি সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে আইজিআই বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করলেও, ১১টা ১৬ মিনিটে নিরাপদে দিল্লিতে অবতরণ করে। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, বিমানটি দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে পুনরায় যাত্রা শুরু করে এবং নির্ধারিত সময় দুপুর ১টা ১০ মিনিটের অনেক পরে দুপুর ২টা ৫৩ মিনিটে ইস্ফলে অবতরণ করে।

ইন্ডিগোর একজন মুখপাত্র জানান, '১৭ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে দিল্লি থেকে ইস্ফলগামী ৬ই-৫১১৮ ফ্লাইটে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই একটি ছোটখাট প্রযুক্তিগত ত্রুটি ধরা পড়েছিল। সতর্কতা হিসেবে, পাইলটরা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং নিরাপদে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমানটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরায় যাত্রা শুরু করে।' এয়ারলাইন যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি এয়ারলাইনসে প্রযুক্তিগত সমস্যার ঘটনা সামনে এসেছে। এর আগে, দিল্লি থেকে গোয়াগামী ইন্ডিগোর ৬ই-৬২৭১ নম্বরের একটি ফ্লাইটে মাঝ আকাশে ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দিলে সেটিকে মুম্বাইয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটি নিরাপদে অবতরণ করে। গত ১৯শে জুন, লেহগামী ইন্ডিগোর একটি ফ্লাইট প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রায় দুই ঘণ্টা আকাশে থাকার পর দিল্লি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তারও আগে, ৬ই মে, ব্যাংকক থেকে মস্কোগামী অ্যারোফ্লট ফ্লাইট কেবিন থেকে ধোঁয়া শনাক্ত হওয়ার সন্দেহে দিল্লি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। এপ্রিল মাসে, জেদ্দা-দিল্লি রুটের একটি ফ্লাইট চাকা ফেটে যাওয়ার সন্দেহে আইজিআই বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছিল। ৪৩৪ জন যাত্রী নিয়ে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিয়ে ট্রাম্পের দাবি, সংসদে মোদীর বিবৃতির দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৯শে জুলাই : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিরসনে তাঁর ভূমিকার দাবি আবারও পুনরাবৃত্তি করায়, কংগ্রেস শনিবার বলেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এখন নিজেই এই বিষয়ে সংসদে একটি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বিবৃতি দেওয়া উচিত। গত ৭০ দিন ধরে মার্কিন নেতার এই দাবিগুলো নিয়ে মোদীর নীরবতা ভেঙে কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করছে বিরোধী দল।

কংগ্রেসের যোগাযোগ বিভাগের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর মাত্র দুদিন আগে 'ট্রাম্পের ক্ষেপণাস্ত্র' ২৪তম বারের মতো একই দুটি বার্তা নিয়ে আঘাত হেনেছে। ট্রাম্প আবারও বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করেছে, যে দুটি দেশের পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর এই মন্তব্যও পুনর্ব্যক্ত করেছেন

অনুপ্রবেশ রোধে

● প্রথম পাতার পর

এই ঐতিহ্যবাহী পুজোর সূচনা হয়। এখনো এই পুজো প্রথা মেনে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং রাজবাড়ির সামনে এই পুজো হয়ে থাকে। আগে পুরো প্যালেস কম্পাউন্ড এই কের পুজোর ভেতরে থাকতো। কের পুজো উপলক্ষে মুলি বাঁশকে প্রতিকৃতি করে এখানে পুজো হয়। চৌদ্দ দেবতা বাড়িতে পুজোর্চনা করা চন্তাইরাও (পুরোহিত) পুজো দিতে এখানে এসেছেন। আমরা তাদের আশীর্বাদ নিয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, কের পুজো আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ মিলে একসাথে থাকা এবং রোগব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করা। এই রাজ্যের উন্নয়ন এবং রাজ্যের সার্বিক মঙ্গল কামনায় এই পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। অশুভ শক্তি যাতে কোন প্রকার ক্ষতি করতে না পারে ও মহামারির প্রাদুর্ভাব যাতে না ঘটে সেজন্য প্রথা মেনে এই পুজো করা হয়। আমাদের মধ্যে যাতে সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে তারজন্যই কের পুজোর আয়োজন। এই পুজো শুধু রাজবাড়ির সামনে হয় না, গ্রামে গঞ্জেও অনেক ত্রিপুরী ও রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষ এবং অন্যান্য জনজাতি অংশের মানুষ এই পুজো করে থাকেন। কের পুজো উপলক্ষে রাজ্যের সকল অংশের মানুষেরও মঙ্গল কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন কের পুজো উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

স্মার্ট মিটার এবং বিদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

চরম ভোগান্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন ভাবে গ্রাহকদের পকেট কাটার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রত্যেক বিদ্যুৎ বিলে হাজার হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, জনগণের আয় নেই। তার উপর সরকারের এই স্মার্ট মিটারের বাড়তি চাপ এসে পড়েছে। সরকারের তরফ থেকে জনগণকে আগাম না জানিয়ে বিদ্যুতের বিলে হাজার হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যে আইনের শাসন নেই। এমনকি, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বাড়িতে হামলা হুজুতি প্রতিনিয়ত হচ্ছে। তারউপর রাজ্যে নারী নির্য্যাতনের হার দিন দিন বাড়ছে। এরই মধ্যে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তিন বাংলাদেশি

● প্রথম পাতার পর

করলে বিএসএফ-এর নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছে, ত্রিপুরায় চোরাই পণ্য পাচারের উদ্দেশ্যেই তারা অনুপ্রবেশ করেছিল। পরে বিএসএফ তাদের ইরানি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

কৈলাসহর মহকুমার পুলিশ অফিসার জয়ন্ত কর্মকার জানান, এই ঘটনায় বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে। বিজিবি নিশ্চিত করেছে, আটক তিন বাংলাদেশি নাগরিক এবং চোরাকারবারির সঙ্গে যুক্ত। তিনি আরও জানান, আটক তিনজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

তিন বাংলাদেশী চোরাকারবারী হলেন, সোহাগ মিয়া (২৩), মাসুক রহমান (২০) ও সিপার আহমদ (২২)। তারা মৌলভীবাজার জেলার হরিপুর এলাকার বাসিন্দা।

ভারত-পাকিস্তান

● প্রথম পাতার পর

রিপাবলিকান সিনেটরদের জন্য আয়োজিত এক নৈশভোজে হোয়াইট হাউসে ভাষণ দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন: 'আপনাদের ভারত, পাকিস্তান ছিল, যা চলছিল... বিমানগুলি আকাশ থেকে ভূপাতিত হচ্ছিল... চার বা পাঁচটি। তবে আমি মনে করি পাঁচটি জেট আসলে ভূপাতিত হয়েছিল, যা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল, তাই না? দেখে মনে হচ্ছিল এটি এগোচ্ছে, এই দুটি গুরুতর পারমাণবিক দেশ, এবং তারা একে অপরকে আঘাত করছিল।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান এতে জড়িত ছিল, এবং তারা বারবার এটি করছিল, এবং এটি ক্রমশ বড় হচ্ছিল। এবং আমরা তা বাণিজ্যের মাধ্যমে সমাধান করেছি। আমরা বললাম, "আপনারা বাণিজ্য চুক্তি করতে চান। আমরা বাণিজ্য চুক্তি করব না যদি আপনারা অস্ত্র এবং হয়তো পারমাণবিক অস্ত্র ছুঁড়তে থাকেন"। উভয়ই খুব শক্তিশালী পারমাণবিক রাষ্ট্র।' তিনি দাবি করেন যে তাঁর প্রশাসন ছয় মাসে যা অর্জন করেছে, অন্য কোনো প্রশাসন আট বছরেও তা অর্জন করতে পারেনি। 'আমি যা নিয়ে খুব গর্বিত, আমরা অনেক যুদ্ধ বন্ধ করেছি, অনেক যুদ্ধ। এবং এগুলি ছিল গুরুতর যুদ্ধ,' ট্রাম্প বলেন। কংগ্রেস দাবি করে আসছে যে, আসন্ন বাদল অধিবেশনে মোদীকে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় ট্রাম্পের ভারত-পাকিস্তান 'যুদ্ধবিরতি' সংক্রান্ত দাবির উত্তর দিতে হবে।

গত ১০ই মে থেকে, যখন ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ রাতের আলোচনার পর ভারত ও পাকিস্তান একটি পূর্ণ ও অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, তখন থেকেই তিনি বেশ কয়েকবার দাবি করেছেন যে তিনি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করেছেন। তবে, ভারত ধারাবাহিকভাবে বজায় রেখেছে যে পাকিস্তানের সাথে শত্রুতা বন্ধ করার বিষয়ে বোঝাপড়া দুই সামরিক বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন্স-এর মধ্যে সরাসরি আলোচনার পরই হয়েছিল।

গত মাসে ট্রাম্পের সাথে প্রায় ৩৫ মিনিটের ফোন কলে মোদী দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে ভারত মধ্যস্থতা গ্রহণ করে না এবং 'কখনোই গ্রহণ করবে না', এবং সামরিক পদক্ষেপ বন্ধের বিষয়ে ভারতীয় ও পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর মধ্যে আলোচনা ইসলামাবাদের অনুরোধে শুরু হয়েছিল। পাহালগাম হামলায় ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার প্রতিশোধ হিসেবে ভারত ৭ই মে অপারেশন সিঁদুর চালু করে, যেখানে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসী অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। চার দিনের তীব্র আন্তঃসীমান্ত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ১০ই মে ভারত ও পাকিস্তান সংঘাত অবসানের বিষয়ে একটি বোঝাপড়ায় পৌঁছায়।

লেইক চৌমুহনী বাজারে উচ্ছেদ

● প্রথম পাতার পর

বুলডোজার দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বেআইনিভাব গজিয়ে ওঠা দোকানপাট ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর অভিযোগ, রাজন্য আমল থেকে লেকেই চৌমুহনী বাজারে তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছেন। এত বছর যাবৎ তাঁদের এভাবে উচ্ছেদ অভিযান করা হয়নি। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে এই উচ্ছেদ অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবাররা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাঁদের আরও অভিযোগ,

আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে পুনর্বাসনের ব্যবসা না করেই বুলডোজার দিয়ে একাধিক দোকান উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। তাতে একাধিক পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস হয়েছে।

সেনদ্রা স্টেশনে গরিব

● প্রথম পাতার পর

যাত্রীদের কেউই আহত হননি এবং তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক যাত্রী বলেন, আমরা ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে চালককে জানাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থামান। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিতেই বড় বিপদ এড়ানো গেছে। ঘটনার পর রেল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিনটি লাইনের বাইরে সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। রেল প্রশাসন এই ঘটনার পর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্য্যালোচনার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

কের পূজা ঃ

● প্রথম পাতার পর

বিরাট এলাকা জুড়ে। অবশ্য কের পূজার নিয়ম-কানুনের এই গন্ডি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের পশ্চিম দিকের একটি অংশের মধ্যেই এখন সীমাবদ্ধ। নির্ধারিত ওই এলাকায় লোক জনের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এই সময়ে। রাজবাড়ির বাইরের শহরের নির্দিষ্ট একটি বলয়ের মধ্যেও এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে রাত ১০টা থেকে সকাল ৫ টা পর্য্যন্ত। ওই সব স্থানে বসবাসকারী লোকজনদের ওই সময়কালে বাড়ি থেকে বেরুতে নিষেধ থাকে। এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে কের পূজার প্রথম ৩২ ঘন্টার সময়কালের জন্য।

আরো নিষেধাজ্ঞা আছে, যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি-কে কের পূজার ওই এলাকায় থাকতে দেওয়া হয় না। তেমনি, ওই অঞ্চলে সেসময় কোনো অন্তস্বত্বা মহিলা থাকলে, কের পূজার পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁকে ওই সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর সম্ভাবনা, যা পূজার পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে, তা রোধ করতেই ওই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় বলে জানা যায়। রাজ পরিবারের সদস্য ও মহারাজার আত্মীয়-স্বজন জুতো পরেন না। এই সময় তাঁদেরকে খালি পায়ে থাকতে হয়। এমনকি, ছাতা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। আদিভৌতিক শক্তিকে তুষ্ট করতে এই সময়কালে কোনো রকম বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান, নৃত্য, সঙ্গীত, গান-বাজনা করা নিষিদ্ধ থাকে। শুধুমাত্র চন্তাইয়ের সহকারিরার সমবেত স্তোত্র পাঠ করতে পারেন।

চন্তাই বিশ্বাস করেন, কের পূজার এই বিধিনিষেধ অমান্য করলে অশুভ শক্তিকে আহ্বান করা হয় এবং পূজার পবিত্রতা তাতে অশুচি হয়। কের পূজার দিনক্ষণ স্থির হওয়ার পর আগের দিন চন্তাই জিপ গাড়ি চড়ে পূজা স্থলে আসেন।তখন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মর্য্যাদা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে থাকেন রাজকর্মচারীরা ও ত্রিপুরা সরকারের দেবস্থান পরিচালন কমিটির কর্মচারীরা। যারা চন্তাই ও তার সহকারীদের খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত করেন। পূজা শুরু হয় কামানের গোলা ফাটিয়ে। নাগরিকদের পূজা শুরুর বার্তা জানাতেই এটা করা হয়। এবং পূজার যাবতীয় উপাচার শুরু হয়ে যায়। পূজা শেষ হলেও তেমনি গোলা ফাটানো হয়।

পরদিন ভোরকালে চন্তাই রাজকীয় পোশাক পরে আসেন পুজাস্থলে। তাঁর মাথায় থাকে পাগড়ি, গায়ে রঙিন ঝুলুলে জামা, সাদা ঢিলা কোমরবন্ধ এবং স্বর্ণালী সুতোর তাগা। এই পরিচ্ছদের প্রতিকী অর্থ হলো উপাস্য দেবতা এগুলোর মধ্যেই নিহিত। চন্তাই এরপর তার সহকারীদের নিয়ে এবং পেছনে সরকারী ও রাজকর্মচারীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে মানিক্য শাসনের হাতির দাঁত ও রুপো দিয়ে তৈরী প্রাচীন সিংহাসনের কাছে গিয়ে সম্মান জানান।

এর পর তাঁরা রাজবাড়ির ভেতর রাখা মঙ্গলচন্ডি দেবীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানান। এর পর তাঁদের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সদর দেওরি পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে নির্ধারিত পবিত্র স্থানের দিকে রওয়ানা করা হয়। ওই পবিত্র স্থান হচ্ছে, আয়তাকার এক খন্ড ভূমি, যা কের পূজার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রস্তুত করে রাখা হয় আগে থেকেই। ওই আয়তাকার ভূমি খন্ডের প্রত্যেক কোনায় সবুজ বাঁশ গাছের খন্ড পুঁতা হয়। এই বাঁশ গাছগুলি উপাস্য দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের প্রতিক হিসেবে দেখা হয়উ বাঁশের দন্ড গুলির এক একটার এক রক রকম আকৃতি এবং প্রত্যেকটি ফুল দিয়ে মুড়ানো থাকে। এদের উপর একটি জ্যামিতিক আকৃতিতে একটি চাঁদোয়া আটকানো হয়। বাইরের দিক থেকে মন্দিরের সদৃশ এই সজ্জা। চন্তাই ও সহকারীরা উচ্চস্বরে অজানা ভাষায় স্তোত্র উচারণ করতে থাকেন।যা জনসাধারনকে অশুভ প্রভাব থেকে পরিত্রান করে বলে বিশ্বাস। চন্তাই পূজাস্থলে, বাঁশেবাঁশ ঘসে আগুন জ্বালান, পূজার পর ওই আগুনের ভস্ম উপজাতি, অ-উপজাতি লোক-জনেরা ঘরে নিয়ে যান। তারা বিশ্বাস করেন, ওই ভস্ম পরিবারের কল্যাণ করে, অপদেবতার কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। পশু, পাখির বলি দেওয়াও এই পূজার অন্যতম উপাচার।

ত্রিপুরার রাজবাড়ি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও পুরান হাবেলিতে কের পূজা যেমন অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি জনজাতি সাধারণ মানুষ ফসল রোপনের পর গ্রামে গ্রামে সামাজিকভাবে এই পূজা করেন।

শনিবার বিশিষ্ট সমাজসেবি সত্যজিৎ নাহা পত্রিকা হকারদের হাতে রেইন কোর্ট তুলে দেন।

ডিপিই সচিবের উদ্যোগে সিপিএসই-গুলিতে শিল্প ৪.০ গ্রহণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : উদ্ভাবন এবং স্মার্ট উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে, ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের অধীনস্থ পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস ডিপার্টমেন্ট গতকাল নয়াদিল্লিতে ''শিল্প ৪.০'' বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। দিনব্যাপী এই কর্মশালায় শক্তি, বিদ্যুৎ, নির্মাণ, পরিকাঠামো, টেলিকম এবং পরিষেবাগুলির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্প ৪.০ প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রসারের কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং কেন্দ্রীয় সরকারি উদ্যোগের নেতৃত্ব একত্রিত হয়েছিলেন।
ডিপিই সচিব কে. মোজেস চালাই কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কে একটি জাতীয় মিশন হিসেবে গ্রহণ করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং ''হোল-অফ-সিপিএসইএস'' পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি সকল সিপিএসই-কে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অফ থিংস, ডিজিটাল টুইনস, থ্রিডি প্রিন্টিং এবং ফাইভ-জি-সক্ষম স্মার্ট অবকাঠামোকে তাদের কার্যক্রমে একীভূত করার জন্য সহযোগিতা করতে আহ্বান জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যতের সিপিএসই সমঝোতা স্মারক মূল্যায়ন কাঠামোতে শিল্প ৪.০ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে এবং এর প্রাথমিক গ্রহণ বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলকতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।
কর্মশালায় বিশেষজ্ঞদের উপস্থাপনার অংশ হিসেবে, স্থাপনা বিশেষজ্ঞ এ. আনন্দ ডিজিটাল ডিজাইনিং, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও মাঠ পর্যায়ের স্থাপনার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। তিনি ভারতের প্রথম ফাইভ-জি ল্যাব এবং থ্রিডি প্রিন্টিং সেন্টার অফ এক্সিলেন্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করেন। এসপিএ-র সহযোগী অধ্যাপক ডঃ প্রভজোত সিং সুগা পরিকাঠামো, প্ল্যান্ট ম্যানেজমেন্ট এবং দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতায় ডিজিটাল টুইন প্ল্যাটফর্মের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেন। এছাড়াও, এআই বিশেষজ্ঞ মিস বিদুষী চতুর্বেদী ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ, সম্পদ অপ্টিমাইজেশন এবং বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহারের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।
পাওয়ারগ্রিড, এইচএসসিসি এবং বিএসএনএল-এর মতো সিপিএসইগুলি তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এআই-চালিত রক্ষণাবেক্ষণ, ডিজিটাল সিমুলেশন এবং থ্রিডি প্রিন্টিং-সক্ষম সাপ্লাই চেইনের সফল পাইলট প্রকল্পগুলি তুলে ধরে। এনটিপিসি, এনএইচপিসি, গেইল, কনকর, আইআরসিটিসি, রাইটস, এএআই এবং ওয়াপকস সহ শীর্ষস্থানীয় সিপিএসই-গুলির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালকরা সক্রিয়ভাবে এই কর্মশালায় অংশ নেন। তারা কৌশলগত রোডম্যাপ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিল্প ৪.০-এর ক্ষেত্র-নির্দিষ্ট গ্রহণ নিয়ে আলোচনায় নিযুক্ত হন। এই আলোচনাগুলি তেল ও গ্যাস, রেলওয়ে, খনিজ, স্বাস্থ্য, হস্তশিল্প এবং পরিকাঠামোর মতো মূল ক্ষেত্রগুলিতে ৪আইআর প্রযুক্তির প্রাসঙ্গিকতাকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে, যা ডিআরপিই কনসেপ্ট পেপার এবং ইভেন্টে শেয়ার করা অ্যাডাপশন পোটেনশিয়াল ম্যাট্রিক্সেও উল্লেখ করা হয়েছে।
ডিআরপিই সিপিএসই-গুলিকে কর্মক্ষম শ্রেষ্ঠত্ব এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য শিল্প ৪.০ ব্যবহার করতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এই কর্মশালাটি সিপিএসই বাস্তুতন্ত্র জুড়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং কৌশলগত বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। এই কর্মশালার ধারাবাহিকতা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সিপিএসইগুলির জন্য আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যাত্রাপুর থানায় বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

কাঁঠালিয়ার, ১৯ জুলাই : সোনামুড়ার এসডিপিও শচীমোহন দেববর্মার উপস্থিতিতে যাত্রাপুর থানার অফিস কার্য্যালয়ে ভাব গম্ভীর আবেগ নিয়ে বিদায়ী সংবর্ধর্না অনুষ্ঠান হয়েছে। এদিন যাত্রাপুর থানার অন্যান্য পুলিশ অফিসার, থানার কনস্টেবল, এস পি ও জোয়ান সহ যৌথ ভাবে উদ্যোগী হয়ে ওসি সুব্রত সুব্রত দেবনাথকে বিদায় জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক আরক্ষা দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের ৫৪ টি থানার ওসিদের রদবদল করা হয়েছে। এই নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই যাত্রাপুর থানার ওসি সুব্রত দেবনাথের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়। তাই, ১৯ জুলাই দুপুরবেলায় সোনামুড়ার এসডিপিও শচীমোহন দেববর্মার উপস্থিতিতে যাত্রাপুর থানার অফিস কার্য্যালয়ে ভাব গম্ভীর আবেগ নিয়ে বিদায় অনুষ্ঠান হয়।
যাত্রাপুর থানার অন্যান্য পুলিশ অফিসার, থানার কনস্টেবল, এস পি ও জোয়ান সহ যৌথ ভাবে উদ্যোগী হয়ে ওসি সুব্রত সুব্রত দেবনাথকে সবাই মিলিয়ে যৌথভাবে সংক্ষিপ্ত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একেবারে ভাবো গম্ভীর পরিবেশে বিদায়ী সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়া এ দিনের অনুষ্ঠান অন্যান্যদের মধ্যে কোন এলাকার একাধিক বিশিষ্ট সমাজসেবক ও বাজার কমিটির নেতৃত্বেরাও ছিলেন। তাছাড়া, ছিলেন বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ।
শুরুতেই একাধিক থানার পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবলদের মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে ওসি সুব্রত দেবনাথের একেবারে অকল্পনীয় প্রশংসায় পঞ্চমুখর ছিল।
অনেকেই বলেন, ওসি সুব্রত বাবু যাত্রাপুর থানার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন এবং মাসে অন্তত একবার স্টাফকে নিয়ে প্রয়াস কর্মসূচি করতেন। উনারা আচার-আচরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি অন্যান্য স্টাফদের নিয়ে আলাপ আলোচনা মাধ্যমে থানার বাউন্ডারি এলাকার পুকুরটি সংস্কার করেছেন। এই পুকুরটি ছাড়া এক বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বিকল্প কোন পুকুর না থাকার কারণে তিনটি পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এই পুকুরের জল ব্যবহার করে থাকেন।
সংবর্ধনা সভায় সোনামুড়া মহকুমার দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত এসডিপিও শচীমোহন দেববর্মা ও এমনটাই আলোচনা করলেন। আলোচনা রেখেছেন একাধিক থানার কনস্টেবল ও পুলিশ অফিসারও। এই জাতীয় অনুষ্ঠান যাত্রাপুর থানায় কোন ওসির বদলি অর্ডার আসার পর দেখা যায়নি! কিন্তু সুব্রত দেবনাথ বদলি হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে থানার সমস্ত স্তরের জোয়ানদের উদ্যোগেই এই অনুষ্ঠান কর্মসূচি অত্যান্ত আবেগপূর্ণভাবে হয়ে গেল।

জাতিসংঘে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেন মণিপুরের হাওবাম জয়রেম্বা: বিশ্ব এআই সম্মেলনে মণিপুর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের গর্ব

ভিয়েনা, ১৯ জুলাই : মণিপুর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত নিয়ে এল কিউবটেন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাওবাম জয়রেম্বা। তিনি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত মর্যাদাপূর্ণ গ্লোবাল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
১০০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই শীর্ষ সম্মেলনে ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব, নৈতিক এআই, এবং উন্নয়নশীল দেশ ও গ্লোবাল সাউথকে শক্তিশালী করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার — এই বিষয়গুলির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
জয়রেম্বার উপস্থিতি কেবল প্রতীকী ছিল না — তিনি সম্মেলনের স্পিকার নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসাবে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৬০টিরও বেশি স্পিকারের আবেদন পর্যালোচনা করে আট রাউন্ডের বেশি বৈশ্বিক মূল্যায়নে তিনি অংশ নেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্মের কণ্ঠস্বর তৈরি করতে সাহায্য করেছে।
তাঁর ভাষণে, জয়রেম্বা মণিপুরের মতো ছোট এবং সংঘাত-প্রবণ অঞ্চলগুলির এআই-নেতৃত্বাধীন রূপান্তর গ্রহণে যে অনন্য চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়, সেগুলিকে তুলে ধরেন। তিনি শক্তিশালী কম্পিউটিং অবকাঠামোর অভাব, অবিশ্বস্ত ডেটা সিস্টেম, পর্যায়ক্রমিক সংঘাত-সম্পর্কিত ব্যাঘাত এবং এআই, মেশিন লার্নিং ও ডেটা সায়েন্সে দক্ষ পেশাদারদের স্বল্পতার মতো বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। এই ব্যবধানগুলি পূরণ করতে তিনি বৃহত্তর বৈশ্বিক সহযোগিতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক বিনিয়োগ এবং সহায়ক নীতির আহ্বান জানান।
'এটি কেবল মণিপুর নয়, এমন অনেক অঞ্চলের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান ছিল, যেগুলি সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ কিন্তু প্রযুক্তির বৈশ্বিক আলোচনায় প্রায়শই উপেক্ষিত থাকে,' জয়রেম্বা বলেন। 'এআই কেবল শক্তিশালী হলেই চলবে না — এটি অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহজলভ্য এবং নৈতিক হতে হবে।'
শীর্ষ সম্মেলনে বৈশ্বিক প্রযুক্তি শাসনে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বের ওপরও জোর দেওয়া হয় — যার জন্য জয়রেম্বা আবেগপ্রবণভাবে সমর্থন করেন। তাঁর অংশগ্রহণকে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত আলোচনায় মণিপুর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের কণ্ঠস্বরকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে দেখা হচ্ছে।
তাঁর নেতৃত্বে, কিউবটেন টেকনোলজিস উত্তর-পূর্ব জুড়ে ই-গভর্নেন্স, এআই গ্রহণ, ডিজিটাল অবকাঠামো এবং যুব দক্ষতা উন্নয়নে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের অগ্রদূত হয়েছে। জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলনে জয়রেম্বার অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং একটি ডিজিটালভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উদ্ভাবন-চালিত ভবিষ্যতের দিকে এই অঞ্চলের প্রচেষ্টাকে জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রতিনিধিত্ব মণিপুরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়, যা বৈশ্বিক প্রযুক্তি অঙ্গনে এই অঞ্চলের উদীয়মান সম্ভাবনাকে তুলে ধরে এবং বিশ্ব মঞ্চে ডিজিটাল অগ্রগতির প্রতি তার অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করে।

মণিপুর: বিষ্ণুপুর ও চুরাচাঁদপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন ডিজিপি

ইম্ফল, ১৯শে জুলাই: মণিপুরে চলমান উত্তেজনার মধ্যে, রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) রাজীব সিং বিষ্ণুপুর এবং চুরাচাঁদপুর জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন।
একটি সরকারি বিবৃতি অনুসারে, ডিজিপি ১৮ই জুলাই এই দুটি জেলা পরিদর্শন করেন এবং জেলা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন।
তিনি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং বাহিনীর মনোবল বাড়াতে উৎসাহ দেন।
পুলিশের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই সফর নিরাপত্তা, সমন্বয় এবং পুলিশ কর্মীদের নিঃস্বার্থ সেবা ও কর্তব্যের প্রতি তাদের উৎসর্গের স্বীকৃতি প্রদানের প্রতি এক স্থায়ী অঙ্গীকারকে শক্তিশালী করে।
জেলা পুলিশ কর্মকর্তা, সিএপিএফ, এমপিসি প্রবেশনার (চুরাচাঁদপুরে), ওসি (সিডিও এবং মহিলা পুলিশ কর্মী সহ) দের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বিষ্ণুপুর জেলায় একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সফর শেষ হয়, যেখানে ডিজিপি ডিস্ক ও কমেন্ডেশন প্রদান করা হয়।

আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, রাস্তা সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের

আগরতলা, ১৯ জুলাই : রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের জোয়ারে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি থেকে বাগবাসা পর্যন্ত এগারো কিলোমিটার আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের বেহাল দশায় স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ছোট -বড়ো গাড়ি চালকদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে সড়কটির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হয়নি, বলে অভিযোগ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঝে মধ্যে আংশিক সংস্কারের কাজ হলেও নিম্নমানের নির্মাণের কারণে তা বেশিদিন টিকছে না। মাত্র দুমাস পূর্বে পৃথক পৃথক দুতিনটি নির্মাণ সংস্থা কিলোমিটার প্রতি এক কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কারের কাজ করেছিলো। এতে কাজের গুণগত মান এতটাই খারাপ ছিল যে মাত্র দু মাসের মধ্যেই সড়ক ভেঙ্গে বড় বড় গর্তে পরিণত হয়ে আছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই জাতীয় সড়কটি ত্রিপুরার 'লাইফলাইন' নামে পরিচিত হলেও তার প্রতি নজর নেই রাজ্য সরকারের। রাস্তা সংস্কারের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা চুরাইবাড়ি থেকে বাগবাসা পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে অবৈজ্ঞানিক ও অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাথর ভাঙার ক্রাশার মেশিনগুলির প্রভাব পড়েছে জাতীয় সড়কে। ফলে রাস্তাটির বেহাল অবস্থা দিন দিন বাড়ছে।
ট্রাক ও টমটম চালকদের অভিজ্ঞতা আরও করুণ। ট্রাকচালকরা বলেন, ত্রিপুরার একমাত্র এই জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতে তাদের নাজেহাল অবস্থা। দুই ঘণ্টার রাস্তা পেরোতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। গাড়ির মেরামত খরচ বহুগুণ বেড়ে যায়। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার পিছনেও রাস্তার খারাপ অবস্থাকে দায়ী করছেন চালকরা। মন্ত্রীরা বিএমডব্লিউ গাড়িতে চলাফেরা করায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ তাঁদের চোঁখে পড়ে না।
টমটম চালকদেরও একই অবস্থা। বৃষ্টির সময় বড়ো বড়ো গর্তে জল জমে পুকুরে পরিণত হয়, আবার প্রখর রোদে রাস্তা শুকিয়ে ধুলোবালি ময় হয়ে পড়ে, এতে যাত্রীবাহী গাড়িসহ সাধারণ পদচারী জনগণ চলাচল করতে হিমশিম খান।এতে করে বাড়ছে পথ দুর্ঘটনার হার। সাধারণ জনগণ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের জয়গান গাইছেন সেখানে জাতীয় সড়কের এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আসল উন্নয়নের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। সরকার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। স্থানীয়দের দাবি, ত্রিপুরার লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কটির দ্রুত এবং টেকসই সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক রাজ্য সরকার। নয়তো বৃহৎ আন্দোলনে নামবেন স্থানীয় বাসিন্দারা বলে জানান।

পত্রিকা হকারদের হাতে রেইনকোট তুলে দিয়ে সত্যজিত নাহা

আগরতলা, ১৯ জুলাই : এখনো সমাজে সত্যজিৎ নাহার মত লোক রয়েছে। আজ তার নিজ উদ্যোগে এলাকার মধ্যে যারা পত্রিকার হকারী করে তাদের হাতে রেনকোট তুলে দিয়েছেন। পত্রিকা হকারদের হাতে রেইনকোট তুলে দিয়ে সত্যজিত নাহা।।
তিনি বলেন, একদিন দেখতে পান এক পত্রিকা হকার নাকি বৃষ্টি ভিজে পত্রিকা বিলি করছে। তখনই তার মনে এই উদ্যোগটি জাগ্রত হয় এবং আজ ৭৯ টিলা তার বাড়ির সামনে এলাকার লোকদের সঙ্গে নিয়ে এবং এলাকার কর্পোরেটেরকে সঙ্গে নিয়ে দশজন পত্রিকা হকারকে ভালো মানের রেইনকোট বিতরণ করেন। সঙ্গে রয়েছে গীতা ও হনুমান চাল্লিশা। পাশাপাশি তিনি অন্যদের কাছে আহ্বান রাখেন সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

আগরতলা থেকে বাইসাইকেল চালিয়ে লে -লাদাখে পৌঁছে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন অজয়

আগরতলা,১৯ জুলাই : গত ১লা মে আগরতলা থেকে সাধারণ বাইসাইকেল চালিয়ে লে -লাদাখ যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। দীর্ঘ ৪৭৬০ রাস্তা বাই সাইকেল চালিয়েছেন আগরতলার ধলেশ্বরের বাসিন্দা অজয় সাহা।
৫৯ বছর বয়সে একটি বাইসাইকেল চালিয়ে এই দুর্ধর্ষ সাহসিকতা নিয়ে লে লাদাখ পৌঁছে গিয়েছিল মাত্র ৬০ দিনের মাথায়। তার এই দুর্ধর্ষ যাত্রার পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের আগামী প্রজন্মকে একটি বার্তা দেওয়া। বার্তাটি হল সর্বদা সাইকেল চালাও এবং নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখো, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখো, এবং নিজের উপার্জিত অর্থ সাশ্রয় কর। এই ছিল তার মূল বার্তা।
আজ শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে উনাকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।
সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লব কান্তি ভৌমিক সহ অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক

আগরতলা, ১৯ জুলাই : সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উদয়পুরে গোমতী জেলা হাসপাতালে। শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন স্থানীয় সাংবাদিক মানিক সাহা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মানিক সাহা একটি পথ দুর্ঘটনার ঘটনার আপডেট নিতে হাসপাতালে পৌঁছতেই একদল দুষ্কৃতিকারী তার ওপর চড়াও হয়। আচমকা তারা সাংবাদিক মানিক সাহার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। এই হামলার ঘটনায় হাসপাতালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম কর্মীদের মধ্যেও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
এদিন রাতে রাজধরনগর এলাকায় অটো এবং বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন বিশ্বজিৎ শুক্লদাস। তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

মোদীর বিরুদ্ধে সংবিধান ''হত্যার'' অভিযোগ খার্জের, জনগণকে সতর্ক করলেন কংগ্রেস সভাপতি

মাইসুরু, ১৯শে জুলাই : কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সংবিধান ''হত্যা'' করার গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে দেশের জনগণ বিজেপি এবং আরএসএসকে সংবিধান পরিবর্তন করতে দেবে না।
কর্ণাটক সরকার আয়োজিত এক বিশাল সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় খার্গে এই মন্তব্য করেন, যেখানে মাইসুরুর জন্য আড়াই হাজার কোটি টাকারও বেশি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। খার্গে সতর্ক করে বলেন, "বিজেপি এবং আরএসএস সংবিধান সংশোধন বা নতুন করে লেখার কথা বলছে। আপনারা যত চেষ্টাই করুন না কেন, এই দেশের জনগণ আপনাদের সংবিধান পরিবর্তন করতে দেবে না। যদি আপনারা (জনগণ) তাদের সংবিধান পরিবর্তন করতে দেন, তাহলে আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না।"
তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেন, "মোদী, আপনি সংবিধানের কারণেই মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, সংসদে প্রবেশের আগে সংবিধানের সামনে মাথা নত করেছেন, কিন্তু মোদী আজ সেই সংবিধানকেই হত্যা করছেন।" তিনি আরও যোগ করেন, "বিজেপি এবং আরএসএস প্রতিদিন এই সংবিধান অপসারণের চেষ্টা করছে।"

জনজাতি অংশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে : মন্ত্রী বিকাশ

আগরতলা, ১৯ জুলাই : জনজাতি অংশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন যোজনা একটি কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের জনজাতি পরিবারগুলি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার পথে দৃঢ় পদক্ষেপ রাখতে পারছে। আজ ৪৪ নম্বর রাইমাভ্যালী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উল্টাছড়া এলাকায় রাবার চাষে নিযুক্ত উপকারভোগী চাষীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ে মিলিত হয়েছপন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।
তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা শ্রীমতী নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি ডঃ কে শশী কুমার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।মতবিনিময় সভায় রাবার চাষিরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চাষ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা চাষিদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
তিনি জানান, "সরকারের উদ্দেশ্য হলো — জনজাতি সমাজ যেন শুধুমাত্র সরকারি সহায়তার উপর নির্ভরশীল না থেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে।"মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের উন্নয়ন দর্শন শুধুমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রকল্পগুলির বাস্তব প্রভাব, মানুষের জীবনে তার পরিবর্তন এবং সামাজিক বিকাশই সরকারের মূল লক্ষ্য। এই পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সরকারের আন্তরিকতা ও ভূমিকা আরও একবার প্রমাণিত হলো।

বিশেষ তল্লাশিতে উদ্ধার ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, আটক এক

আগরতলা, ১৯ জুলাই : পানিসাগর থানা পুলিশের বিশেষ তল্লাশি অভিযানে বিশাল সাফল্য পেয়েছে। শুক্রবার দুপুরে পানিসাগর থানার অন্তর্গত পউতাখালী ট্রাফিক নাকা পয়েন্টে একটি ছয় চাকার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় মিলন সিনহা নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ, যার বাড়ি ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট এলাকায়।
পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। দুপুর বারোটা নাগাদ গৌহাটি থেকে আসা একটি ডিম বোঝাই ছয় চাকার লরি সন্দেহজনকভাবে ট্রাফিক পয়েন্ট অতিক্রম করার সময় আটকানো হয়। প্রাথমিকভাবে তল্লাশির পর সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলে খবর দেওয়া হয় পানিসাগর থানায় এবং এসডিএম অফিসে।
এরপর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা ও এক ডিসি অফিসারের উপস্থিতিতে লরিটি খতিয়ে দেখা হয় এবং গাড়ির ভিতরে থাকা একটি প্যাকেট থেকে উদ্ধার হয় আনুমানিক ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট।
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পানিসাগর থানায় এনডিপিএস আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইয়াবা পাচারের পেছনে একটি বৃহত্তর চক্র থাকতে পারে এবং ধৃত ব্যক্তিকে জেরা করে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

এক পেড় মা কে নাম' অভিযানে অংশ নিলেন সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১৯ জুলাই : 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানে অংশ নিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। আজ খয়েরপুর আমতলী বাইপাস রোডে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য, ভারপ্রাপ্ত জেলা সভাপতি প্রতি বিশ্বজিৎ শীল সহ অন্যান্যরা।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশজুড়ে 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযান ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
এই অনন্য উদ্যোগের অংশ হিসেবে আজ খয়েরপুর আমতলী বাইপাসের দুই প্রান্তে এক বৃহৎ পরিসরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এই মহৎ উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা যেমন বাড়ছে, তেমনি প্রকৃতির প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধও আরও দৃঢ় হচ্ছে।

আগরতলা পুরনিগমের ৩৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সরেজমিনে পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা, ১৯ জুলাই : আগরতলা পুরনিগমের ৩৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন মেয়র।
শনিবার আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে নিয়ে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন।পরিদর্শনকালে তিনি জানান এলাকার জনগণের কিছু সমস্যা গিয়ে কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য মেয়রকে অবগত করেছিলেন। জনগণের এসব সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এবং উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম গুলি যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে উদ্দেশ্যে মেয়র ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা সফর করেন।
এদিন সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনগণের সঙ্গে কথা বলে সম্পূর্ণভাবে অবগত হন মেয়র। জনগণের সমস্যার কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন মেয়র। তিনি এদিন বলেন, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর এলাকার উন্নয়নে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে তুলেছেন। এলাকার উন্নয়নে এলাকাবাসীকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে মেয়র আহবান জানিয়েছেন।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮ম স্থানাধীকারী মেধাবী ছাত্রীকে ১ লাখ টাকার আর্থিক পুরস্কার তার শিক্ষকের

আগরতলা, ১৯ জুলাই : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮ম স্থানাধীকারী মেধাবী ছাত্রী রেশী রায়কে ১ লাখ টাকার আর্থিক পুরস্কার তার শিক্ষকের। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবছর ৮তম স্থান অধিকার করে বামুটিয়াকে গর্বিত করেছে মেধাবী ছাত্রী।
রেশমি রায় বামুটিয়া বিধানসভার তেবারিয়া গ্রামের মেয়ে, গান্ধীগ্রাম স্থিত গান্ধীগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বসে এবং সে রাজ্যে সেরা দশের মধ্যে ৮ম স্থান দখল করে।ধারাবাহিক ভাবে সে দারিদ্রকে হার মানিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পড়াশোনায় ব্যাপক সাফল্য পায়।তার এই সাফল্যে গোটা রাজ্যের পাশপাশি গর্বিত করেছে বামুটিয়াকে।তার এই সাফল্য দেখে আপ্লুত হন তার স্কুলেরই শিক্ষক রতন ভৌমিক।
তার আগামী পড়াশোনার জন্য রেশমি রায়কে ১ লক্ষ্য টাকার আর্থিক সহায়তা এবং একটি মোবাইল ফোন আজ তার বাড়িতে গিয়ে তার হাতে তুলে দেন।এই সময় বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস সহ স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।শিক্ষক রতন ভৌমিক বলেন রেশমি রায়ের সাফল্যে তিনি আপ্লুত এবং তার আগামী পড়াশোনার জন্য তার পাশে দাঁড়ান। অন্যদিকে প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস বলেন শিক্ষক রতন ভৌমিক সর্বদা ছাত্র ছাত্রীদের পাশে থাকেন।

াঙ্গন

বি সি রায় ট্রফি মধ্যপ্রদেশে, রাজ্য দল যাচ্ছে আজ, টিএফএ-র জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বি সি রায় ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে ত্রিপুরা দল। খেলা মধ্যপ্রদেশে। আগামীকাল থেকে অনূর্ধ ১৭ এই টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। আগে এই টুর্নামেন্টটি মীর ইকবাল ট্রফি নামে পরিচিত ছিল। টায়ার ওয়ানের চার দল দিল্লি, গোয়া, পাঞ্জাব ও তেলেঙ্গানার লীগ টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে।

ত্রিপুরা দল খেলবে টায়ার টু-তে। টায়ার টু-তে আরও তিনটি দল হলো আন্দামান এন্ড নিকোবর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশ। আগামীকাল ত্রিপুরা দল রেল পথে মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের হাতে আজ জার্সি তুলে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ, শনিবার সন্ধ্যায় রাখাল শীল্ড-এর সেমিফাইনাল ম্যাচের বিরতির সময় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে খেলোয়ারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা বৃন্দ খেলোয়ারদের পাশাপাশি কোচ, ম্যানেজার সহ অফিসিয়াল দেরও শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ ২৭ জুলাই, দ্বিতীয় ম্যাচ ২৮ জুলাই এবং তৃতীয় তরুণ লীগের অন্তিম ম্যাচ ৩০ জুলাই।

বলাবাহুল্য, ১৫ দিনের জন্য খেলোয়াড়দের অনুশীলন করানোর পর তিন দিনের আবাসিক শিবির তথা সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে চূড়ান্ত দল গঠন করা হয়। প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে রাজ্য দল আশানুরূপ সাফল্য পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো: অভিষেণ জমাতিয়া, অমিত দেববর্মা, আয়ুষ চাকমা, সাচালাঙ দেববর্মা, ইয়াফর দেববর্মা, রাহুল হোসেন, ইয়াকুব মিয়া, উইলসন দেববর্মা, জরা জমাতিয়া (অধিনায়ক), নায়থক জমাতিয়া, লামসুক জমাতিয়া, সন্দীপ দেববর্মা, রুমেন দাস, রণবীর দেববর্মা, নবজ্যোতি বণিক, বিশু জমাতিয়া, সুকান্ত দাস, রনিত জমাতিয়া, ইনায়েল দেববর্মা, সালমা জমাতিয়া, কোচ অনিমেষ দেব, ম্যানেজার রাজিব দেববর্মা।

টেনিস খেলোয়ারদের স্পোর্টস ফিজিও অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রীড়া জগতে এটি একটি দারুণ উদ্যোগ। স্টেট ফিজিও ফোরাম এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল (বাধারঘাট)-এর যৌথ উদ্যোগে টেনিস খেলোয়ারদের এক বিশেষ স্পোর্টস ফিজিও অ্যাসেসমেন্ট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে নবাগত এবং পুরাতন ৩৫ জন টেনিস খেলোয়াড়ের অ্যাসেসমেন্ট এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে। আজ, শনিবার সকালে বাধারঘাট টেনিস কোর্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্য সরকারের খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, ভারত সরকারের অডিটর জেনারেল শৈলেন্দ্র বিক্রম সিং, কমান্ডেন্ট বিএসএফ রবি কান্ত নেগী, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার কৃষ্ণেন্দু ধর, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধীকর্তা প্রবাল কান্তি দেব, বিপ্লব দত্ত এবং সহ-অধিকর্তা ভারতীয় নিগম প্রমুখ। টেনিস সেন্টারের কোচ দেবু দেববর্মা এবং ইনচার্জ বিশ্বজিৎ দাস ও বিশ্বেন্দু মুখার্জি এই শিবির কে সফল করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। পরিশেষে ফিজিও ডা. অর্পণ কর (পি.আই) সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ছক্কার নয়া ইতিহাস পন্থের টপকে গেলেন ভিভ রিচার্ডসকে

ইংল্যান্ডে যেন রেকর্ড ভাঙতেই এসেছেন ঋষভ পন্থ। এবার ছক্কার নজির গড়লেন টিম ইন্ডিয়ার এই উইকেটকিপার। আঙুলে চোট নিয়ে যে ইনিংসটি তিনি উপহার দিলেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর ৭৪ রানের ইনিংসটি সাজানো ছিল ৮টি চার এবং ২টি ছক্কা দিয়ে। আর ছক্কা হাঁকিয়ে তিনি ছাপিয়ে গেলেন কিংবদন্তি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটার স্যার ভিভ রিচার্ডসকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৬টি টেস্ট খেলেছেন রিচার্ডস। এর মধ্যে ছক্কা হাঁকিয়েছেন ৩৪টি। ৫৯তম ওভারের শেষ বলে বেন স্টোকসকে বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারকে টপকে যান পন্থ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র ১২টি টেস্ট খেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়ক। আর তাতেই রিচার্ডসকে টপকে গেলেন।

তাছাড়াও রোহিত শর্মাকেও ছুঁয়ে ফেলেছেন পন্থ। টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি ছয় মারার তালিকায় 'হিটম্যানে'র সঙ্গে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক। দুই ব্যাটারই টেস্টে ছয় মেরেছেন ৮৮টি। পন্থ ৪৬টি টেস্টে এই নজির গড়েছেন। রোহিত খেলেছেন ৬৭ টেস্ট। প্রথম স্থানে রয়েছেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ (৯০)। অন্যদিকে, ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে সর্বোচ্চ রানের নজিরও গড়েছেন পন্থ।

উল্লেখ্য, লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে উইকেটকিপিং করার সময় আঙুলে চোট পেয়েছিলেন। ভারতীয় উইকেটকিপার ব্যাট করতে নামবেন কি না, সেই সংশয় ছিল। পন্থ অবশ্য সব সংশয় উড়িয়ে ব্যাট হাতে নেমেছিলেন। কিন্তু তাঁকে সমস্যায় ফেলার জন্য ইংরেজ বোলাররা বারবার 'বডিলাইন' করছিলেন।

ফ্রি—কিকে নতুন উচ্চতায়

আরও একবার!

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ইন্টার মায়ামির ম্যাচের স্কোরলাইনে নিয়মিত চোখ রাখলে এমন বিস্ময় লাগতে পারে যে কারোরই। লিগে আগের চার ম্যাচের ধারাবাহিকতায় আজও জোড়া গোল করেছেন লিওনেল মেসি। এবার তাঁর জোড়া গোলের ভুক্তভোগী ন্যাশভিল। ফোর্ড লডারডেলের চেজ স্টেডিয়ামে মেসির টানা পঞ্চম জোড়া গোলের ম্যাচে ইন্টার মায়ামি ম্যাচ জিতেছে ২-১ গোলে।

আজকের আগে মেসি জোড়া গোল করেছিলেন মন্টিয়ল, কলম্বাস, আবার মন্টিয়ল ও নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনের বিপক্ষে। টানা চার এমএলএসেই কারও জোড়া গোল ছিল না। মেসি নিজের রেকর্ডটাই আজ আরও উচ্চতায় তুলেছেন। তবে ৩৮ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন তারকার আজকের কীর্তি শুধু জোড়া গোলে নয়, ফ্রি—কিকেও।

ম্যাচে মেসির দুটি গোল দুই অর্ধে। এর মধ্যে ৬২তম মিনিটের গোলটি প্রতিপক্ষ গোলকিপারের উপহার। ন্যাশভিল গোলকিপার জো উইলিস এক সতীর্থের ব্যাক পাস থেকে বল পাওয়ার পর তালগোল পাকিয়ে বল তুলে দেন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা মেসির পায়ে। এমন সুযোগ কি তিনি মিস করেন। সহজেই জড়িয়েছেন জালে। তবে এর আগে ম্যাচের প্রথমার্ধে ১৭তম মিনিটের গোলটি ছিল দুর্দান্ত। ফাউলের শিকার হয়ে ফ্রি—কিক পেয়েছিলেন মেসি। সেটা কাজে লাগিয়েছেন মানবদেয়ালের মাঝ দিয়ে নিচু শটে গোলকিপারের কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে। যেন মেসির সেট-পিস সাফল্যের আরেকটি 'হাইলাইটস'।

এই গোলের মাধ্যমে ফ্রি—কিকে নতুন উচ্চতায় উঠেছেন মেসি। সাবেক বার্সেলোনা তারকা এখন ফ্রি—কিক থেকে চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলের মালিক। ৬৯ ফ্রি—কিক গোল নিয়ে মেসি পেছনে ফেলেছেন ব্রাজিলের মার্কোস আসুনসিওকে (৬৮)। তাঁর সামনে শুধু জুনিনিও (৭২), রবার্তো দিনামাইট (৭৫) ও মার্সেলিনো কারিওকা (৭৮)।

আজকের ম্যাচে মেসির জোড়া গোলের বিপরীতে ন্যাশভিল একটি গোল শোধ করে ৪৯তম মিনিটে, হ্যানি মুখতারের সৌজন্যে। লিগে টানা ছয় ম্যাচ অপরাজিত থাকা মায়ামি এখন ১৯ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে ৫ নম্বরে আছে। ৩ ম্যাচ বেশি খেলে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে তিন নম্বরে ন্যাশভিল। শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ২২ ম্যাচে ৪৩।

কার নির্দেশে ৪০০ পেরনোর হাতছানি উপেক্ষা করলেন মুল্ডার?

নতুন ইতিহাস গড়ার হাতছানি ছিল। কিন্তু দুর্লভ নজির তৈরির লক্ষ্যে ছোটেননি দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক উইয়ান মুল্ডার। স্পষ্ট জানিয়েছেন, টেস্টে চারশো রানের নজিরটা ব্রায়ান লারার মতো কিংবন্তির নামের পাশেই মানায়। তাঁর পরে নিজের নাম দেখেই খুশি হবেন মুল্ডার। তবে মুল্ডারের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে ছিলেন অন্য একজন।

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নেমেছে টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজের আগে ৩৬৭ রানে অপরাজিত ছিলেন মুল্ডার। সুযোগ ছিল ব্রায়ান লারার ৪০০ রানের রেকর্ড ভাঙার। সেখান থেকে মাত্র ৩৪ রানে দূরে ছিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক। কিন্তু সকলকে অবাক করে হঠাৎ ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেন মুল্ডার। এমনকী টেস্টে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ রান, যা ম্যাথু হেডেন ও ব্রায়ান লারার রয়েছে, সেটাও টপকালেন না। কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক, সেই নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয় ক্রিকেটমহলে।

তবে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুল্ডার জানান, লারার কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েই ডিক্লেয়ার করেছেন তিনি। দিনের খেলা শেষ হওয়ার পরে মুল্ডার বলেন, "লাঞ্চের সময়ে শুক্রের (দক্ষিণ আফ্রিকার হেডকোচ শুকরি কনরাড) সঙ্গে কথা বলছিলাম। তখনই উনি বলেন, বড় রানের নজিরগুলো কিংবদন্তিদের নামের পাশেই থাকা উচিত। আমি জানি না আমার ভাগ্যে কী রয়েছে। অদৃষ্ট আমার জন্য কী রেখেছে। তবে আমার মনে ব্রায়ান লারার রেকর্ড এখন যেমন রয়েছে তেমনি থাকা উচিত।"

প্রোটিয়া অধিনায়ক আরও বলেন, "যথেষ্ট রান তুলে ফেলেছিলাম আমরা। বোলারদেরও বল করার দরকার ছিল। তাছাড়া লারা একজন কিংবদন্তি। ইংল্যান্ডের মতো দলের বিরুদ্ধে তিনি ৪০০ রান করেছিলেন। তাঁর মতো ক্রিকেটারের দখলেই এমন নজির থাকা উচিত। আগামী দিনেও যদি এমন পরিস্থিতিতে পড়ি হয়তো ঠিক এই কাজটাই করব।"

তবে মুল্ডারের এমন সিদ্ধান্তেও কটাক্ষ করেছেন নেটিজেনরা। অনেকের মতে, প্রতিপক্ষ হিসাবে জিম্বাবোয়েকে অসম্মান করেছেন মুল্ডার। আবার অনেকের প্রশ্ন, যদি রেকর্ড অক্ষত রাখার হত তাহলে প্রোটিয়া তারকা হাসিম আমলার ৩১১ রানের রেকর্ড ভাঙলেন কেন? আবার কেউ বা বলছেন, মহান হতে চেয়ে এই পদক্ষেপ মুল্ডারের।

টি-টোয়েন্টিতে প্রথম শতরান স্মৃতির

প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল ভারতের মহিলা দল। জিতল ৯৭ রানে। স্মৃতি মন্ধানার শতরান এবং শ্রী চরণীর বোলিং জেতাল ভারতকে। ওপেনিং জুটিতেও বিশ্বরেকর্ড হল এ দিন। সব মিলিয়ে, টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালই হল ভারতের কাছে। ভারতের তোলা ২১০/৫-এর জবাবে ইংল্যান্ড শেষ ১১৩ রানে।

অসুস্থ থাকায় এই ম্যাচে খেলতে পারেননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। তাঁর জায়গায় নেতৃত্ব দেন স্মৃতি। টসে জিতে বোলিং নেয় ইংল্যান্ড। এ ভাবে দাপুটে ব্যাটিং দেখা যাবে তা কল্পনাও করতে পারেননি ইংরেজ বোলারেরা। শুরু থেকে আগ্রাসী খেলতে থাকেন স্মৃতি। প্রথম ওভারেই বাউন্ডারি মেরে শুরু করেন। উল্টো দিকে থাকা শেফালি বর্মার সমস্যা হচ্ছিল রান করতে। তাই পাওয়ার প্লে-তে মাত্র ৪৭ রান ওঠে। তবে স্মৃতি একাই খেলে যান। সোফি একলেস্টোনের ওভারে দু'টি ছয় মেরে ১৯ রান নেন। ২৭ বলে অর্ধশতরান করেন স্মৃতি।

শেফালি ফেরার পর হরলীন দেওল চালিয়ে খেলতে থাকেন।

ত্রিপুরা অ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের বৈঠক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ইসি মিটিং ডাকা হয়েছে। রাখা হয়েছে বেশ কিছু এজেন্ডাও। ত্রিপুরা অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আগামী ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১১টায় এগিয়ে চল সংঘের কনফারেন্স হল-এ আয়োজন করা হচ্ছে এই বৈঠকের। সাব-জুনিয়র এবং জুনিয়র জাতীয় আসরে অংশগ্রহণ, ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত সিনিয়র জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত রিপোর্ট, অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান ফান্ড এবং তার প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। পাশাপাশি রাজ্যভিত্তিক সাঁতার ও দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতার বিষয় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে। সমস্ত অফিস বেয়ারার এবং সদস্য-সদস্যাদের বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সকলকে ধোঁকা দিয়েছেন স্টোকসেরা, অভিযোগ অশ্বিনের

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের কাঠগড়ায় তুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর অভিযোগ, সকলকে ধোঁকা দিয়েছেন বেন স্টোকসেরা। লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে নিজেদের আগ্রাসী ব্যাট করার ধরন (বাজবল) থেকে সরে এসেছে ইংল্যান্ড। অশ্বিনের মতে, এ ভাবে খেলার ধরন বদলে সকলকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে ইংল্যান্ড। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেন, "প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড ভাল খেলেছে। সকলে ভেবেছিল, ইংল্যান্ড বাজবলই খেলবে। কিন্তু ওরা প্র্যাঙ্কবল খেলেছে। ওরা সাধারণত ওভার প্রতি ৪, ৪.৫ রান করে করে। কিন্তু লর্ডসে ওরা ওভারে ৩ রান করে করেছে। ওরা সকলকে ধোঁকা দিয়েছে।" অশ্বিনের মতে, ইচ্ছা করে নয়, বাধ্য হয়ে এই কাজ করেছে ইংল্যান্ড। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, "তবে বাধ্য হয়ে তারা এটা করেছে। যদি ওরা আগের টেস্ট জিতত তা হলে লর্ডসেও বাজবল খেলত। ভারত ওদের বাধ্য করেছে খেলার ধরন বদলাতে।"

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে শতরান করেছেন জো রুট। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ম্যাচ খেলেছেন অশ্বিন। তাঁর মতে, খেলার ধরন বদলে সুবিধা হয়েছে রুটের। অশ্বিন বলেন, "রুট এই ধরনের ক্রিকেট খেলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু ওকেও খেলার ধরন বদলাতে হয়েছিল। পুরনো অভ্যাসে ফিরে ভাল দেখিয়েছে রুটকে। ওর এই ইনিংস বাকিদের কাছে শিক্ষা।"

এজবাস্টনে ভারতের কাছে হারের পর সেই পিচকে উপমহাদেশের পিচের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন স্টোকস। অশ্বিনের মতে, লর্ডসের উইকেটও খানিকটা তেমনই। তিনি বলেন, "লর্ডসের পিচ দেখলে বোঝা যাবে, উপমহাদেশের উইকেটের সঙ্গে তার মিল আছে। ৬০ বছরের পর বল সাধারণত নরম হয়। কিন্তু প্রথম দিনই জাডেজার বল রুটের গোড়ালির কাছে লেগেছে। এই উইকেট ইংল্যান্ডে খুব একটা দেখা যায় না। আমার অবাক লাগছে।"

ইংল্যান্ডের উইকেটের সমালোচনা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্কও। এই উইকেটকে তিনি পাকা রাস্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্টার্ক জানিয়েছেন, এই পিচে ভারত অধিনায়ক শুভমন গিলকে কখনওই তিনি বল করতেন না। চলতি সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে একটা অর্ধশতরান ও দুটো শতরান করেছেন শুভমন। তবে লর্ডসে প্রথম ইনিংসে রান পাননি তিনি। ১৬ রান করে ফিরেছেন ভারত অধিনায়ক।

নীলজ্যোতি রাখাল শীল্ড : কল্যান সমিতিকে হারিয়ে ব্লাডমাউথ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাড মাউথ ক্লাব ফাইনালে। খেলবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের। খেলা আগামী ২২ জুলাই, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। আজ, শনিবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ব্লাড মাউথ ক্লাব দুরন্ত খেলে ৩-১ গোলের ব্যবধানে কল্যাণ সমিতিকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ম্যাচ শুরুতে ব্লাড মাউথের আক্রমণ ভাগের ফুটবলাররা নিখুঁত আক্রমণ রচনা করে কল্যাণ সমিতির রক্ষণভাগ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। খেলার ৮ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটি করেন লাইশ্রাম মিলন সিং। এক গোলে এগিয়ে ব্লাডমাউথের খেলায় কিছুটা রক্ষণাত্মক স্টাইল চোখে পড়লে কল্যাণ সমিতির খেলোয়াড়রা গোলটি শোধ করতে যথেষ্ট চেষ্টা চালায়। একাধিক সুযোগ পেলেও শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। প্রথমার্ধের খেলার অন্তিম সময়ে ব্লাড মাউথের পিটার সিং আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দুই-শূন্য করে নেয়। প্রথমার্ধে ব্লাড মাউথ ২-০ গোলে লিড নিয়ে জয়ের পথ প্রশস্ত করে তোলে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে কল্যাণ সমিতি যথেষ্ট চেষ্টা চালায় গোল পরিশোধের অবশেষে খেলার ৭৯ মিনিটের মাথায় এমনই এক সুযোগ পেয়ে সিকিম থেকে আসা কল্যাণ সমিতির খেলোয়াড় ফঙহাং সোব্বা একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ১-২ করে নেয়। পরবর্তী সময়ের খেলায় কল্যাণ সমিতির মধ্যে পুরোপুরি আক্রমণাত্মক খেলা লক্ষ্য করা গেলেও শেষ পর্যন্ত সাফল্যের রাস্তা বের করতে পারেনি। উপরন্ত খেলার ৮২ মিনিটের মাথায় ব্লাড মাউসের ঢাকেশ্বর সিং দুর্দান্ত একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে তিন-এক করে নেয়। উল্লেখ্য, ব্লাড মউথের ডিফেন্ডার আসিফ আলী মোল্লা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

মুম্বই ছেড়ে চলেই গেলেন পৃথ্বী

মুম্বই রাজ্য দলের থেকে আগেই অনাপত্তি শংসাপত্র (এনওসি) পেয়ে গিয়েছিলেন। সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে অন্য একটি রাজ্য দলে যোগ দিলেন পৃথ্বী শ। আগামী মরসুমে তিনি খেলবেন মহারাষ্ট্রের হয়ে। সেই দলেই খেলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়, যিনি আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক।পৃথ্বীর কাছে একাধিক রাজ্য দলের প্রস্তাব ছিল। তবে বাড়ির কাছাকাছি থাকাই বেছে নিয়েছেন তিনি। মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতেই থাকতে পারবেন তিনি। মহারাষ্ট্র তাদের ঘরের মাঠের ম্যাচগুলিতে খেলে পুণেতে।মহারাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার পর এক বিবৃতিতে পৃথ্বী বলেছেন, "ক্রিকেটজীবনের এই পর্যায়ে মহারাষ্ট্র দলে যোগ দিয়ে ক্রিকেটার হিসাবে উন্নতি হবে আমার। সুযোগ দেওয়া এবং এত বছর পাশে থাকার জন্য মুম্বই ক্রিকেটের কাছে কৃতজ্ঞ। রাজ্যের ক্রিকেটের উন্নতিতে গত কয়েক বছর ধরেই দারুণ কাজ করছে মহারাষ্ট্র।"শুধু রুতুরাজই নয়, মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলেন অঙ্কিত বাওনে, রাহুল ত্রিপাঠী, রজনীশ গুরবানি এবং মুকেশ চৌধরির মতো ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল নাম। মহারাষ্ট্র প্রিমিয়ার লিগ (পুরুষ এবং মহিলা), কর্পোরেট শিল্ড এবং দেওধরের মতো প্রতিযোগিতা আয়োজনও করে সেই রাজ্য। মহারাষ্ট্র চাইছে, দলের তরুণ ক্রিকেটারদের উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করুন পৃথ্বী। তাঁর আইপিএল এবং ভারতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিন বাকিদের সঙ্গে।ভারতের হয়ে পাঁচটি টেস্ট, ছ'টি এক দিনের ম্যাচ এবং একটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন পৃথ্বী। তবে দীর্ঘ দিনই জাতীয় দলে ডাক পান না। সম্প্রতি মুম্বই রাজ্য দল থেকেও বাদ পড়েছিলেন ফিটনেস এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে। মুম্বইয়ের হয়ে ৩২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ২৬৪৮ রান রয়েছে পৃথ্বীর। সাতটি শতরান এবং দশটি অর্ধশতরান রয়েছে।

কেকেআরের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন ব্র্যাভো? আইপিএল শেষ হতেই অন্য দলের দায়িত্বে নাইটদের মেন্টর

গত আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর ছিলেন ডোয়েন ব্র্যাভো। এ বার অন্য দলের দায়িত্ব নিলেন ব্র্যাভো। তাঁকে একটি দলের হেড কোচের দায়িত্ব দেওয়া হল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অলরাউন্ডার প্রশিক্ষণ দেবেন কেকেআরের সুনীল নারাইন, আন্দ্রে রাসেলদেরই। আইপিএলে নয়। ব্র্যাভোকে প্রধান কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে। তাঁকে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের প্রধান কোচের দায়িত্ব দিয়েছেন নাইট কর্তৃপক্ষ। এত দিন দলের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন ফিল সিমন্স। ৬২ বছরের প্রাক্তন ক্রিকেটার এখন বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ। তাঁর পরিবর্তে দায়িত্ব দেওয়া হল ব্র্যাভোকে। উল্লেখ্য, গত বছর থেকে তিনি আবু ধাবি নাইট রাইডার্সেরও প্রধান কোচের দায়িত্বে রয়েছেন।ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত ব্র্যাভো। তিনি বলেছেন, "ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হেড কোচ হতে পেরে আমি সম্মানিত। এই দলটা আমার হৃদয়ের খুব কাছের। ব্যক্তিগত ভাবে প্রাক্তন কোচ ফিল সিমন্সকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। গত কয়েক বছর তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এই দলটার জন্য। সিমন্সের দায়বদ্ধতা ছিল দুর্দান্ত। এ বার সহকর্মীদের নিয়ে চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে আমাকে।"চার বার ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। শেষ ২০২০ সালে খেতাব জিতেছে তারা। গত বছরও ক্রিকেটার হিসাবে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ খেলেছিলেন ব্র্যাভো। এ বারও কি তাঁকে হেড কোচের পাশাপাশি ক্রিকেটারের ভূমিকায় দেখা যাবে? এ ব্যাপারে কিছু বলেননি ৪১ বছরের ব্র্যাভো। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড।

ভারতীয় আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক কামিন্সের, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ জিতলেও থামছে না বিতর্ক, কী নিয়ে ঝামেলা?

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে টেস্ট সিরিজ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। তবে বিতর্ক থামছে না আম্পায়ারিং নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের সঙ্গে ভারতীয় আম্পায়ার নীতীন মেননের তর্কাতর্কি নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। অস্ট্রেলিয়ার আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ক্যারিবীয় ক্রিকেটার ইয়ান বিশপ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের ১৪তম ওভারে ঘটনাটি ঘটে। মিচেল স্টার্কের বল মিড অনে ঠেলে রান নিতে ছোটেন জন ক্যাম্পবেল। কামিন্স বলটি কুড়িয়ে সরাসরি থ্রো করেন নন-স্ট্রাইকারের প্রান্তে। ক্যাম্পবেল পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে বল উইকেট ভেঙে দেয়। তবে কামিন্স বা অস্ট্রেলিয়ার কোনও ক্রিকেটার আবেদন করেননি। স্লিপে থাকা ফিল্ডারেরাও চুপ ছিলেন।সমস্যা তৈরি হয় মাঠের বড় পর্দায় ঘটনার রিপ্লে দেখানোর পর। দেখা যায়, কামিন্সের থ্রোয়ে বেল পড়ার সময় ক্যাম্পবেলের ব্যাট হাওয়ায় ছিল। অর্থাৎ তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে আবেদন করা হলে তিনি রান আউট দিতেন। তবে অস্ট্রেলিয়া আবেদন না করায় তৃতীয় আম্পায়ারকে বিষয়টি দেখার অনুরোধ করেননি মেনন।কামিন্স এর পর মেননের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন, "কেন আপনি পরীক্ষা করলেন না? এখন কি পরীক্ষা করতে পারেন?" মেনন জানান, অস্ট্রেলিয়া আবেদন করেনি বলেই তিনি তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে বিষয়টি পাঠাননি। এমন সময় অসি ক্রিকেটার মার্নাস লাবুশেন জানান, তিনি আবেদন করেছিলেন। মেনন জানান, এখন আর কিছু করার নেই।গত বছর এই দুই দেশের মধ্যে হওয়া একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও একই কাণ্ড ঘটেছিল। মিচেল মার্শের ছোড়া বলে আলজারি জোসেফকে রান আউট করে দিয়েছিলেন স্পেন্সার জনসন। তবে অস্ট্রেলিয়ার কেউ আবেদন না করায় মাঠের আম্পায়ারও আউট দেননি। সে বারও রিপ্লেতে আউট দেখানোর পর আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা।

দাদাদের খেলা দেখল বৈভব

ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে বুধবার অনূর্ধ-১৯ ভারতীয় দলের হয়ে ৩১ বলে ৮৬ রানের ইনিংস খেলেছে বৈভব সূর্যবংশী। ভারতের কিশোর ব্যাটারের সঙ্গে ক্রিকেট বিশ্বের পরিচয় হয়েছে আইপিএলে। ছোটদের ভারতকে জেতানোর পরের দিন এজবাস্টনে দাদাদের খেলা দেখতে এল ১৪ বছরের ব্যাটার।

ম্যাচের পরের দিন অনুশীলন ছিল না ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলের। ছুটি ছিল অভিজ্ঞান কুন্ডু, আয়ূষ মাত্রেদের। তাই বলে ক্রিকেটের পাঠ বন্ধ থাকেনি। অনূর্ধ-১৯ দলের ক্রিকেটারদের দেওয়া হল লাল বলের ক্রিকেটের পাঠ। তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছিল ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা দেখাতে। এজবাস্টনের গ্যালারিতে বসে বৈভবেরা দেখলেন শুভমন গিলের দ্বিশতরান। আগামী দিনের জাতীয় দলের ক্রিকেটারেরা দেখলেন টেস্ট ম্যাচে কী ভাবে ব্যাট করতে হয়। রবীন্দ্র জাডেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরের দায়িত্বশীল ইনিংসও উপভোগ করলেন তাঁরা।

গ্যালারিতে গোটা দল থাকলেও ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল ১৪ বছরের বৈভবই। টেলিভিশনের পর্দাতেও কয়েক বার দেখা গিয়েছে দর্শক বৈভবকে।

এইমসে চিকিৎসাধীন দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক, শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে গেলেন সাংসদ বিপ্লব

আগরতলা, ১৯ জুলাই: দিল্লী এইমস-এর ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক, প্রকাশক তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক। আজ তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, দিল্লী এইমস-এর ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক, প্রকাশক তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক। আজ তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছ পন এবং পরিবারের

সদস্যদের সাথে কথা বলেন ন তিনি দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা করোন তিনি।

ধর্মনগরে চুরির উপদ্রব, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

ধর্মনগর, ১৯ জুলাই : ধর্মনগর শহরে বিগত কয়েকদিন ধরে চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই ধর্মনগরের হরিমন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি, শহরের বেশ কয়েকজন বাজার ব্যবসায়ীর দোকানেও চোরেরা হানা দিয়ে নগদ অর্থ ও সামগ্রী লুট করেছে।

এই পরিস্থিতিতে বাজার কমিটি বিষয়টি ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরে জানানোর পর, থানার কর্মকর্তারা একাধিক অজুহাত দেন। প্রথমে তাঁরা জানান, তাঁদের কাছে গাড়ির অভাব রয়েছে, পরে বলেন পর্য্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ নেই। এরপর চমকপ্রদভাবে বলেন, বাজার কর্তৃপক্ষ যেন নিজেরাই চোর ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এক পুলিশ আধিকারিক আবার জানান, চোর ধরলেও 'উপর মহল' থেকে ফোন আসে, যার কারণে বাধ্য হয়ে চোরকে ছেড়ে দিতে হয়।

এইসব মন্তব্য ও পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার প্রতিবাদে, আজ ধর্মনগরের হরিমন্দির প্রাঙ্গণে সমস্ত ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ও জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

বাজার কমিটির সভাপতি অমিয়াংশু শর্মা জানান, পুলিশের পক্ষ থেকে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অগ্রহণযোগ্য। তিনি আরও জানান, সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া চোরের ছবি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই চোর আরও ছয় থেকে সাতটি চুরির ঘটনায় জড়িত বলে সন্দেহ।

কমিটির পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, যদি অবিলম্বে পুলিশ ব্যবস্থা না নেয় এবং দোষীদের গ্রেপ্তার না করে, তাহলে বাজার কমিটি ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হবে। এখন দেখার বিষয়, ধর্মনগর থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ সচল হয় কি না, নাকি আগের মতোই নিষ্ক্রিয় থেকে 'ঠোঁটো জগন্নাথ' হয়ে বসে থাকে।

শনিবার তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংহকে শপথ বাক্য পাঠ করান তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মণ।

স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার এবং বিভিন্ন ইস্যুতে সরব সিপিআই

আগরতলা, ১৯ জুলাই : স্মার্ট মিটার বন্ধ করা, মানব জীবন সম্পদ বর্ধিত জলকর প্রত্যাহার ও জ্বালানি গ্যাসের উর্ধমূল্য বাতিল করার প্রতিবাদে আজ প্যারাডাইস চৌমুহনীতে সিপিআইের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক সিপিআই কর্মী বলেন, আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার একের পর এক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করেই যাচ্ছে। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। মধ্যবিত্তদের সংসার চালাতে কষ্টকর হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে স্মার্ট মিটারের নামে জনগণের পকেট কাটার ধান্দা করছে সরকার। এমনকি, জ্বালানি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে সিপিআই-গ্রী নেতৃত্বরা।

সবজি প্রকল্পে অর্থ আত্মসাৎ, পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে মারধরের শিকার দিনমজুর

আগরতলা, ১৯ জুলাই : পানিসাগরের তিন আনি এলাকায় পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে সংঘবদ্ধ হামলার শিকার হলেন এক সবজি চাষী দিনমজুর। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত শাসকদলীয় নেতা ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

ওই ঘটনায় আহত হয়েছে লিটন মালাকার পানিসাগর পঞ্চায়েত এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পেশায় তিনি একজন সবজি চাষী এবং দীর্ঘদিন ধরে বিলথৈ চানপুর গ্রামে সবজি প্রকল্প চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন।

লিটনের মা নমিতা মালাকার অভিযোগ করেন, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমান সদস্য লক্ষীকান্ত দাস বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে সহায়তার নাম করে তার ছেলের কাছ থেকে ৮-৯ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। পরে যখন লিটন সেই টাকা ফেরত চাইতে শুরু করেন, তখন লক্ষীকান্ত তাকে প্রকল্প গুটিয়ে নিতে বলে এবং হুমকি দেয় জোরপূর্বক ভেঙে দেওয়ার। এদিন ঘটনার দিন সকালে টাকা ফেরত চাইতে গেলে লক্ষীকান্ত প্রায় ৩০-৪০ জন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তিন আনি এলাকায় এসে অতর্কিতে লিটনের উপর হামলা চালায়। মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় তাকে। লিটনের মা নমিতা তাকে বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধরের শিকার হতে হয়।

নমিতা মালাকারের দাবি, স্টার ক্লাবের সদস্য ও লক্ষীকান্তের ঘনিষ্ঠ দেবব্রত পুরকায়স্থ ওরফে দেবু সহ একদল দুষ্কৃতী লোহার রড, লাথি ও কিল-ঘুষি দিয়ে হামলা চালায়।

স্টুডেন্ট হেলথ হোমে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১৯ জুলাই : ও টি টেকনোলজি অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভা সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য ও সত্যজিৎ দেবনাথ ফাউন্ডার সদস্য সহ অন্যান্যরা।

সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে রক্তদান শিবির সংগঠিত করল ও টি টেকনোলজি অফ ত্রিপুরা।

আগরতলায় স্টুডেন্ট হেলথ হোমে শনিবার এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা স্বীকার করে তারা এধরনের রক্তদান শিবির সংঘটিত করেছেন।

তিনি বলেন, রক্তদান মহৎ দান। সংগঠনের কর্মকর্তা ও সদস্যরা রক্তদান সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে তারা তাদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। সংসদ আরো বলেন অপারেশন থিয়েটারে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন এইসব টেকনিশিয়ানরা। আগামী দিনে রক্তদান সহ অন্যান্য সামাজিক কাজে তাদেরকে আরো বেশি পরিমাণে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহবান জানিয়েছেন।

আগামী মাস থেকে ছয়টি নবনির্মিত বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চালু হতে চলেছে : মন্ত্রী বিকাশ

আগরতলা, ১৯ জুলাই : আগামী মাস থেকে রাজ্যের ছয়টি নবনির্মিত একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চালু হতে চলেছে।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন জনজাতি কল্যাণ ও শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

সম্প্রতি গন্ডাছড়ার উল্টাছড়া এলাকায় একটি একলব্য বিদ্যালয় এবং তার হোস্টেল পরিকাঠামো পরিদর্শনে যান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তার সঙ্গে ছিলেন এমডিসি বিদ্যুৎ চাকমা, এমএলএ নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তারা। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানিয়েছেন, একলব্য বিদ্যালয়গুলি শুধুমাত্র পাঠ্যবই নির্ভর শিক্ষা নয়, বরং জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতা, চিন্তাধারা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ গঠনে এক বিরাট ভূমিকা রাখবে।

এই বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নেতৃত্বের গুণাবলি, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের উপর। ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে বেরিয়ে হবে আত্মবিশ্বাসী, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এবং সমাজ সচেতন নাগরিক।মন্ত্রী বলেন, "আমরা এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই, যারা কেবল চাকরি প্রত্যাশী নয়, বরং সমাজকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। তারা যেন নিজেদের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আত্মপরিচয়কে শ্রদ্ধা করে, এবং তা নিয়ে গর্ব করে।"ত্রিপুরার মতো জনজাতিপ্রধান রাজ্যে এই একলব্য বিদ্যালয়গুলো ভবিষ্যতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শিক্ষার মাধ্যমে জনজাতি সমাজের শিশু-কিশোরদের ক্ষমতায়ন এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এক নতুন আলোর দিশা দিচ্ছে। এইভাবে ত্রিপুরার একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে এমন এক ভিত্তি, যেখান থেকে জন্ম নিচ্ছে আগামীর দায়িত্ববান ও চিন্তাশীল সমাজনির্মাতারা।

সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গা চৌমুহনীতে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার এক দিবসীয় কর্মশালা

আগরতলা, ১৯ জুলাই : যুব সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গা চৌমুহনী এস বি স্কুল মাঠে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার এক দিবসীয় কর্মশালার অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা চৌমুহনী এস বি স্কুল মাঠে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার-

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন পুলিশ

আগরতলা, ১৯ জুলাই : চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর আজ বাইকের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন এনসিসি থানার পুলিশ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন ওসি প্রসেনজিত মালাকার। এনসিসি থানার ওসি জানিয়েছেন, গত ১৮ জুন অভয়নগর থেকে রিপন চাকমার নামে এক যুবকের বাইক চুরি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বাইক চুরির মামলা থানায় দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তি খবর আসে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অবশেষে ছয়জনকল অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। এদিন তিনি আরও বলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে বাইক উদ্ধার হয়েছে। বর্তমানে আসামীরা জেলে রয়েছে। আজ চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর বাইকের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন এনসিসি থানার পুলিশ।

৪৫তম বিবাহ বার্ষিকী

পার্থ সারথি রায়
রাত্রি লস্কর রায়

শুভদিনে রাঙ্গাম ও রাঙ্গামের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় প্রতিসুত্রিদ্বয় শঙ্খশ্রী (পিয়া), তনুশ্রী (পূজা) শ্যামলীবাজার, আগরতলা।

পেভার মেশিন সরানোর দাবিতে কৈলাসহরে সড়ক অবরোধ

কৈলাসহর, ১৯ জুলাই : রাস্তা নির্মানের জন্য ব্যবহৃত পেভার মেশিন সরানোর দাবিতে আজ কৈলাসহর- সোনামুড়া সড়কের টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্থানীয় জনগন।

জানা গিয়েছে, রাস্তা নির্মান কাজ শেষ হওয়ার পরেও দীর্ঘ ছয় মাস রাস্তার উপর এই পেবার মেশিনটি ফেলে রাখে ঠেকেদার আব্দুল মান্নান। ব্যস্ততম সড়কের উপর এই বড় যন্ত্রাংশ ফেলে রাখায় ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল, প্রতিদিন ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। শুক্রবার রাতেও দুর্ঘটনায় ২ যুবক মারত্মক ভাবে আহত হয়। শনিবার স্থানীয়রা টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী সহ প্রশাসনিক কর্তারা। অবরোধকারীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ডেপুটি সি ই ও আশ্বাস দেন আগামী সোমবার এই মেশিন সরানোর হবে। তার পর অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

সূত্র মারফত জানা যায়, রাস্তা নির্মানের সময় প্রভাবশালী ঠিকেদার আব্দুল মান্নান এই পেবার মিশিনটি এনেছিল পরবর্তি সময় ঠিকেদারী ঝামেলায় এই মেশিনটি রাতের আধারে দুষ্কৃতকারীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত হয়েছিল ঠেকেদারী পরিবেশ। তার পর থেকেই মাঝ রাস্তায় পরেছিল এই ভারী ও বিশাল পেভার মেশিনটি।

স্মার্ট মিটার এবং মাশুল বৃদ্ধি প্রত্যাহারের খোয়াইয়ে মিছিল সিপিআইএম-য়ের

আগরতলা, ১৯ জুলাই : স্মার্ট মিটার এবং মাশুল বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গোটা রাজ্য জুড়ে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জারি করার জন্য আন্দোলনের ময়দানকে বেছে নিচ্ছে। স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে শনিবার খোয়াই শহরে মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যুৎ অস্বাভাবিক মাশুল প্রত্যাহার ও স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিলের দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল সি পিআইএম খোয়াই সুভাষ পার্ক কার্যালয় থেকে বের হয়। এই বিক্ষোভ মিছিল খোয়াই শহর পরিক্রমা করে খোয়াই মহকুমা বিদ্যুৎ কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সমাপ্ত হয়। এ দিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই এম খোয়াই জেলা সম্পাদক পদ্মকুমার দেববর্মা, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, সিপিআইএম জেলা কমিটির সদস্য পলাশ ভৌমিক সহ অনান্য নেতৃত্বরা। এদিন বিদ্যুৎ কার্যালয়ের সামনে মিছিলের শেষে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সবাই নেতৃত্বরা বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার ও স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিলের দাবিতে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উদযাপন করছে "জাতীয় পতাকা দিবস"

আগরতলা, ১৯ জুলাই।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সুন্দরবনের "বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির"-এ অত্যন্তশ্রদ্ধার সাথে জাতীয় পতাকা দিবস উদযাপন করেছে।

১৯৪৭ সালে ২২ জুলাই ভারতীয় তেরঙ্গাকে দেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করার স্মৃতি হিসেবে এদিনটিতে জাতীয় স্তরে "জাতীয় পতাকা দিবস" হিসেবে পালিত হয়।

"বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির" হল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত একটি বিদ্যালয়, যার দায়িত্বভার "শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স" গ্রহণ করেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত নৃত্য গুরু সুদর্শন চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তপন পট্টনায়ক, প্রেসিডেন্ট, রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা ওল্ড সিটি , দেবাশীষ বসু, প্রখ্যাত কথা শিল্পী ও রূপক সাহা, ডিরেক্টর, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স।

এইদিনে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জাতীয় পতাকার তাৎপর্য্য বোঝানোর জন্য এক শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি জাতীয় পতাকার মধ্যে থাকা রং গুলি আসলে কীসের প্রতীক ও কী বার্তা দেয় সেটাও এই অধিবেশনে বোঝানো হয়। শিক্ষার্থীদের দেশাত্মবোধক গান, নাচ ও আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। কর্মসূচিটি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের জাতীয় সঙ্গীতের পরিবেশনায় জাতীয় পতাকার সম্পর্কে অর্জিত নতুন জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে।

এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক বিকাশ এর জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ৫,৫০,০০০/ এর একটি চেক বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির হাতে তুলে দেন। তাছাড়াও শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পড়াশুনার নানা সামগ্রী ও বর্ষার মোকবিলা করার জন্য প্রত্যেকের জন্য একটি করে ছাতা। এই উপলক্ষে, সুদর্শন চক্রবর্তী সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন ,'' জাতীয় পতাকা দিবস প্রত্যেককে উজ্জীবিত করে। বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির এর শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান আমার মন ছুয়ে গেছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করলে এদের মধ্য থেকেও অনেক শিল্পী পাওয়া যাবে।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পরিচালক রূপক সাহা বলেন, 'সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যামন্দির স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা। এই স্কুলের নামকরণ করা হয়েছে আমার প্রয়াত মায়ের নামে, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় অগাধ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন সেই অনুসারীরাও এখনো তাঁর কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চলেছেন - সেই লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।' তিনি আরও বলেন, 'বেলা সাহা সত্যিই এমন মাতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁর ভালোবাসা ও স্নেহ অনেকেই পেয়েছে- বিশেষ করে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর ভালোবাসা ও স্নেহের পরশ পেয়েছে। তাঁর স্মৃতিতে নামকরণ করা এই স্কুলের সঙ্গে আমাদের এক ভীষণ আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাই আমরা "বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির" কে আরো সার্থক করার জন্য এধরনের কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

তপন পট্টনায়ক বলেন, 'ক্যালেন্ডারে জাতীয় পতাকা দিবস এক গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ এটি ভারতীয় তেরঙ্গাকে দেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করার স্মৃতি হিসেবে পালন করা হয়। এটি বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ একটা দিন ছিল। কারণ এদিন তারা জাতীয় পতাকাকে কাছ থেকে দেখার ও এর গুরুত্ব বুঝতে পারে।' এদিনের অনুষ্ঠানটি সবার মিলিত পঙক্তি ভোজন ও আনন্দের সঙ্গে শেষ হয়।

ধলেশ্বর ৮ নম্বরে দুঃসাহসিক চুরি ঘিরে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৯ জুলাই : শহরে আবারো চুরির ঘটনা নিয়ে পুলিশের টহলধারী নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। গতকাল ধলেশ্বর ৮ নম্বর রোডে এক বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। হানা দিয়ে একটি টিভি, সিলিন্ডার এবং মূল্যবান অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ধলেশ্বর ৮ নম্বর রোডের বাসিন্দা প্রদীপ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর পরিবার চিকিৎসার জন্য হায়দ্রাবাদে যান। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল গতকাল রাতে তাঁর বাড়িতে হানা দেয়। দরজা তালা ভেঙ্গে চোরের দল প্রবেশ করে একটি টিভি , রান্নার সিলিন্ডার ও আলমারি ভেঙে মূল্যবান অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas